খবরে প্রতিবাদ

www.khabarepratibad.com

Khabare Pratibad ● Agartala ● 3 rd Year ● Issue - 97 (Morning Weekly) ● RNI No -TRIBEN/2023/88193 ● Friday, 26 June, 2026 ● ১১ আষাঢ়, শুক্রবার, ১৪৩৩ বাং ● ফোন ঃ 6009513751 ● Email :khobarepratibadofficial@gmail.com ● মূল্য ঃ ৩ টাকা ● Page 4

ত্রিপুরায় বাড়ছে নেশার কারবার অনলাইন ব্যবস্থার অপব্যবহারে উদ্বেগ

খবরে প্রতিবাদ, ২৫ জুন ঃ অনলাইনে নেশাজাতীয় এসকফ সিরাপ ও ফেন্সিডিল পাচারের অভিযোগে দুইজনকে আটক করেছে বোধজংনগর থানার পুলিশ। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে পুলিশ বাইপাস এলাকায় অভিযান চালায়। অভিযানে এক ডেলিভারি ব্যক্তির কাছ থেকে উদ্ধার হয় বিপুল পরিমাণ অবৈধ নেশাজাতীয় সামগ্রী ফেন্সিডিল। তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পারে, এই নেশাসামগ্রী অনলাইনে অর্ডার করা হয়েছিল। পরে অভিযান চালিয়ে অর্ডারকারী ব্যক্তিকেও আটক করা হয়। পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, গোপন তথ্যের ভিত্তিতেই এই অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে। এই ঘটনা ত্রিপুরা রাজ্যে ক্রমবর্ধমান নেশার সমস্যা নিয়ে নতুন করে উদ্বেগ তৈরি করেছে। একসময় সীমান্তবর্তী কিছু এলাকায় সীমাবদ্ধ থাকা নেশার কারবার বর্তমানে বিভিন্ন আধুনিক পদ্ধতির মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ছে। বিশেষ করে অনলাইন প্ল্যাটফর্ম, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এবং বিভিন্ন গোপন যোগাযোগ ব্যবস্থাকে ব্যবহার করে নেশাজাতীয় সামগ্রী সরবরাহের অভিযোগ সামনে আসছে। ফলে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কাছে এই ধরনের অপরাধ মোকাবিলা আরও জটিল হয়ে উঠছে। ত্রিপুরা দীর্ঘদিন ধরেই মাদক পাচারের ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চলের মধ্যে রয়েছে। রাজ্যের ভৌগোলিক অবস্থান, আন্তর্জাতিক ও আন্তঃরাজ্য সীমান্তের নৈকট্য এবং কিছু অসাধু চক্রের সক্রিয়তার কারণে বিভিন্ন ধরনের মাদক প্রবেশের চেষ্টা হয় বলে অভিযোগ রয়েছে। ফেন্সিডিল, এসকফ সিরাপ, ইয়াবা, গাঁজা এবং অন্যান্য নেশাজাতীয় দ্রব্যের বিরুদ্ধে নিয়মিত অভিযান চালাচ্ছে পুলিশ ও বিভিন্ন নিরাপত্তা সংস্থা। নেশার প্রভাব শুধু আইনশৃঙ্খলার ক্ষেত্রেই নয়, সমাজ ও পরিবারের ওপরও গভীর ক্ষতি ফেলছে। তরুণ প্রজন্মের একটি অংশ নেশার কবলে পড়ে শিক্ষা, কর্মজীবন ও স্বাভাবিক জীবনযাপন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে। নেশার কারণে অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড বৃদ্ধির আশঙ্কাও তৈরি হয়। তাই শুধু অভিযান চালিয়েই নয়, সমাজের বিভিন্ন স্তরে সচেতনতা বৃদ্ধি, পরিবারগুলোর সক্রিয় ভূমিকা এবং যুবসমাজকে ইতিবাচক কাজে যুক্ত করাও জরুরি। প্রশাসনের পক্ষ থেকে বারবার সাধারণ মানুষকে নেশার বিরুদ্ধে সতর্ক থাকার আহ্বান জানানো হচ্ছে। সন্দেহজনক কোনো কার্যকলাপ চোখে পড়লে দ্রুত আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে জানানোর পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। পাশাপাশি মাদক পাচারের সঙ্গে যুক্ত মূল চক্রগুলিকে চিহ্নিত করে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে। বোধজংনগর থানার সাম্প্রতিক অভিযান দেখিয়ে দিয়েছে যে, নেশার কারবারিরা এখন নতুন নতুন পদ্ধতি ব্যবহার করছে। তাই প্রযুক্তির অপব্যবহার রুখতে নজরদারি আরও বাড়ানো প্রয়োজন। ত্রিপুরাকে নেশামুক্ত করতে প্রশাসন, আইনশৃঙ্খলা বাহিনী এবং সাধারণ মানুষের সম্মিলিত উদ্যোগই হতে পারে সবচেয়ে কার্যকর পথ।

পরিচারিকাকে যৌন নির্যাতনের দায়ে গাড়ি চালকের ১০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড

খবরে প্রতিবাদ, ২৫ জুন ঃ *উনকোটি জেলার কৈলাসহরে সংঘটিত এক চাঞ্চল্যকর যৌন নির্যাতন মামলার রায়ে অভিযুক্ত গাড়িচালক শংকর দাস ওরফে অভিকে ১০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের নির্দেশ দিয়েছে জেলা ও দায়রা আদালত। পাশাপাশি তার বিরুদ্ধে ১০ হাজার টাকা জরিমানা এবং জরিমানার অর্থ অনাদায়ে আরও তিন মাসের কারাদণ্ডের আদেশ দেওয়া হয়েছে। জেলা ও দায়রা আদালতের বিচারক পি কুমার বৃহস্পতিবার এই রায় ঘোষণা করেন। রায় ঘোষণার পর সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে মামলার বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন উনকোটি জেলার পাবলিক প্রসিকিউটর আইনজীবী সুনির্মল দেব এবং অতিরিক্ত পাবলিক প্রসিকিউটর আইনজীবী কঙ্কন দেবব্রতা। তারা জানান, দীর্ঘ বিচারিক প্রক্রিয়া, সাক্ষ্য-প্রমাণ এবং ফরেনসিক পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতেই আদালত অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করেছে। পুলিশ ও আদালত সূত্রে জানা গেছে, ২০২২ সালের নভেম্বর মাসে এই ঘটনার সূত্রপাত। কৈলাসহরের বাসিন্দা দেব কুমার সিনহার বাড়িতে দীর্ঘ ১০ থেকে ১২ বছর ধরে গৃহপরিচারিকার কাজ করতেন এক যুবতী। ওই সময় দেব কুমার সিনহার ছেলের বিয়ের অনুষ্ঠানে বরযাত্রী পরিবহনের জন্য ভাড়া করা হয়েছিল ট্রট্র০২০০২৬ নম্বরের একটি গাড়ি। সেই গাড়ির চালক ছিলেন শংকর দাস ওরফে অভি। অভিযোগ অনুযায়ী, বিয়ের অনুষ্ঠান শেষে একদিন রাত প্রায় ১০টার দিকে ওই যুবতী বাড়ির দুটি কুকুরকে খাবার দেওয়ার জন্য বাইরে বের হন। সেই সুযোগে অভিযুক্ত চালক তাকে জোরপূর্বক গাড়ির ভেতরে তুলে নিয়ে যৌন নির্যাতন চালায়। তদন্তে উঠে*

—চতুর্থ পৃষ্ঠায় দেখুন

ত্রিপুরার অঙ্গনওয়ারী কেন্দ্রগুলির বেহাল পরিকাঠামো, শিশু ও মায়েদের স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বেগ

খবরে প্রতিবাদ, ২৫ জুন ঃ শিশুদের প্রাথমিক বিকাশ, পুষ্টি ও গর্ভবতী মায়েদের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় অঙ্গনওয়ারী কেন্দ্রগুলির ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু ত্রিপুরার বিভিন্ন এলাকায় বহু অঙ্গনওয়ারী কেন্দ্র আজও নানা সমস্যায় জর্জরিত। কোথাও ভবনের বেহাল দশা, কোথাও পর্যাপ্ত পানীয় জল ও শৌচালয়ের অভাব, আবার কোথাও নিম্নমানের খাদ্যসামগ্রী সরবরাহের অভিযোগ উঠছে। ফলে যে উদ্দেশ্যে এই কেন্দ্রগুলি পরিচালিত হচ্ছে, তা কতটা সফলভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। সম্প্রতি ফটিকছড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের হৃদয় পাড়া অঙ্গনওয়ারী কেন্দ্রে শিশু ও গর্ভবতী মায়েদের জন্য সরবরাহ করা চাল-ডালে পোকা ধরার অভিযোগ সামনে এসেছে। সুবিধাভোগীদের অভিযোগ, নিম্নমানের এই খাদ্যসামগ্রী খাওয়ার অনুপযোগী। বিষয়টি জানতে সাংবাদিকরা কেন্দ্রে গেলে চাল ও ডালে পোকা থাকার বিষয়টি চোখে পড়ে। অঙ্গনওয়ারী কর্মী উমা দেবনাথ জানান, সুপারভাইজার সৌরভ দেবনাথের কাছ থেকেই এই খাদ্যসামগ্রী দেওয়া হয়েছে। অভিযোগ জানানোর পর রোদে শুকিয়ে খাবার ব্যবহারের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে বলেও তিনি দাবি করেন। স্থানীয়দের বক্তব্য, শিশু ও গর্ভবতী মায়েদের জন্য সরবরাহ করা খাবারের ক্ষেত্রে এমন অবহেলা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। তারা ঘটনার তদন্ত এবং দায়ীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন। এই ঘটনা শুধু একটি কেন্দ্রের সমস্যা নয়, বরং রাজ্যের বিভিন্ন অঙ্গনওয়ারী কেন্দ্রের সামগ্রিক পরিস্থিতি নিয়ে নতুন করে ভাবনার অবকাশ তৈরি করেছে। ত্রিপুরার প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলের অনেক অঙ্গনওয়ারী কেন্দ্রে এখনও পর্যাপ্ত পরিকাঠামো নেই বলে অভিযোগ রয়েছে। অনেক কেন্দ্র নিজস্ব ভবন ছাড়াই পরিচালিত হচ্ছে। কোথাও ভাড়া বাড়ি বা জরাজীর্ণ ঘরে শিশুদের নিয়ে কার্যক্রম চালাতে হচ্ছে। বর্ষাকালে জল ঢুকে যাওয়া, বসার পর্যাপ্ত জায়গার অভাব এবং নিরাপদ পরিবেশ না থাকার কারণে কর্মী ও শিশুদের সমস্যায় পড়তে হয়। অঙ্গনওয়ারী কেন্দ্রগুলিতে শিশুদের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা, পুষ্টিকর খাবার প্রদান এবং স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিভিন্ন পরিষেবা দেওয়ার কথা। কিন্তু পরিকাঠামোর অভাব ও নজরদারির ঘাটতির কারণে অনেক ক্ষেত্রেই পরিষেবার মান নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। বিশেষ করে খাদ্যসামগ্রীর গুণগত মান বজায় রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এই খাবারের ওপর নির্ভর করেন ছোট শিশু ও গর্ভবতী মায়েরা। বিশেষজ্ঞদের মতে, অঙ্গনওয়ারী কেন্দ্রগুলির উন্নয়নের জন্য শুধু নতুন ভবন তৈরি করলেই হবে না, নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ, খাদ্যসামগ্রীর মান যাচাই, পর্যাপ্ত কর্মী নিয়োগ এবং কার্যকর নজরদারি প্রয়োজন। সরবরাহ ব্যবস্থার প্রতিটি ধাপে স্বচ্ছতা নিশ্চিত না হলে এমন অভিযোগ বারবার সামনে আসতে পারে। রাজ্যের বিভিন্ন এলাকার মানুষ দীর্ঘদিন ধরে অঙ্গনওয়ারী কেন্দ্রগুলির উন্নয়নের দাবি জানিয়ে আসছেন। তাদের দাবি, শিশুদের ভবিষ্যৎ ও মায়েদের স্বাস্থ্য নিয়ে কোনো ধরনের আপস করা উচিত নয়। প্রশাসন ও সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে দ্রুত পদক্ষেপ নিয়ে কেন্দ্রগুলির প্রকৃত পরিস্থিতি খতিয়ে দেখা প্রয়োজন। ফটিকছড়ার ঘটনাটি সামনে আসার পর এখন নজর থাকবে প্রশাসনের পদক্ষেপের দিকে। তদন্তের মাধ্যমে অভিযোগের সত্যতা যাচাই করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হলে ভবিষ্যতে এমন ঘটনা রোধ করা সম্ভব হবে। ত্রিপুরার অঙ্গনওয়ারী কেন্দ্রগুলিকে আরও কার্যকর ও নিরাপদ করে তুলতে সরকার, প্রশাসন এবং স্থানীয় জনগণের সম্মিলিত উদ্যোগই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

সমীর দাস হত্যাকাণ্ডে গ্রেপ্তার দুই, এলাকায় কড়া নিরাপত্তা কায়েম

খবরে প্রতিবাদ, ২৫ জুন ঃ *ত্রিপুরার পশ্চিম জেলার কাঁঠালতলী এলাকায় সমীর দাস হত্যাকাণ্ডকে ঘিরে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, নিহত সমীর দাস স্থানীয় একটি ক্লাবের সম্পাদক এবং বিজেপি-এর স্থানীয় কর্মী হিসেবে পরিচিত ছিলেন। ঘটনাটি ঘটে কাঁঠালতলী এলাকায়। অভিযোগ অনুযায়ী, সোমবার গভীর রাতে সামাজিক অনুষ্ঠান শেষে স্কুটারে করে বাড়ি ফেরার সময় সমীর দাসের ওপর হামলা চালানো হয়। কাঁঠালতলীর শনি মন্দিরের কাছাকাছি এলাকায় তাঁকে আটকিয়ে ধারালো অস্ত্র দিয়ে আক্রমণ করা হয় বলে তদন্তকারীরা জানিয়েছেন। ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয় বলে স্থানীয় সূত্রে খবর। ঘটনার পর পুলিশ তদন্ত শুরু করে এবং এই ঘটনায় দুই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে এবং হত্যার প্রকৃত কারণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। প্রাথমিক তদন্তে দীর্ঘদিনের ব্যক্তিগত বিরোধের বিষয়টি সামনে এসেছে বলে কয়েকটি সূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে। হত্যাকাণ্ডের খবর ছড়িয়ে পড়ার পর কাঁঠালতলী এলাকায় উত্তেজনা তৈরি হয়। ক্ষুব্ধ স্থানীয়দের একাংশ অভিযুক্তদের পরিবারের বাড়িতে হামলার চেষ্টা করে। বেশ কিছু বাড়ি ঘর জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। পরে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে অতিরিক্ত পুলিশ ও নিরাপত্তা বাহিনী মোতায়েন করা হয়। অভিযুক্তদের পরিবারের সদস্যদেরও নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে বলে প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হ। পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনার সঙ্গে জড়িত প্রত্যেক ব্যক্তিকে শনাক্ত করতে তদন্ত চলছে। পাশাপাশি এলাকায় শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে নজরদারি বাড়ানো হয়েছে। নিহতের পরিবার দ্রুত বিচার ও দোষীদের কঠোর শাস্তির*

—চতুর্থ পৃষ্ঠায় দেখুন

দক্ষিণের তারকা থেকে সাংসদ পত্নি, কে ত্রিভেনী রাও ?

খবরে প্রতিবাদ, ২৫ জুন ঃ এই মুহূর্তে ত্রিপুরার সবচেয়ে আলোচিত বিষয়গুলোর মধ্যে অন্যতম রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের দ্বিতীয় বিয়ে। তাঁর জীবনসঙ্গিনী হয়েছেন কর্ণাটকের পরিচিত অভিনেত্রী ত্রিভেনী রাও। কে এই ত্রিভেনী রাও? কী তাঁর পরিচয়?

ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা বর্তমান পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব সম্প্রতি দ্বিতীয়বারের মতো বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন। পারিবারিক ও ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজনদের উপস্থিতিতে দিল্লিতে তাঁদের বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হয়।বিপ্লব কুমার দেবের জীবনসঙ্গিনী ত্রিভেনী রাও দক্ষিণ ভারতের কান্নাডা চলচ্চিত্র জগতের একজন পরিচিত মুখ। ২০১৮ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত জনপ্রিয় সিনেমা 'তাগারু'-তে 'কনস্টেবল সরোজা' চরিত্রে অভিনয়ের মাধ্যমে তিনি দর্শকদের নজর কাড়েন। এরপর একের পর এক চলচ্চিত্রে সহ-অভিনেত্রী হিসেবে নিজের অভিনয় দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য চলচ্চিত্রগুলোর মধ্যে রয়েছে 'ইউভারত্না' (২০২১), 'বাবু মারলে', 'ওয়ান্স আপন আ টাইম ইন জামালিগুড্ডা' (২০২২), 'রাজা মার্তান্ডা' (২০২৩) এবং 'মিস্টার নাটবরলাল' (২০২৪)। যদিও ২০২৪ সালের পর তাঁকে চলচ্চিত্রে খুব বেশি দেখা যায়নি, তবুও কান্নাডা চলচ্চিত্র জগতে তিনি একটি পরিচিত নাম।ত্রিভেনী রাও দক্ষিণ ভারতের জনপ্রিয় অভিনেতা শিব রাজকুমার এবং প্রয়াত সুপারস্টার পুনীত রাজকুমারের সঙ্গেও কাজ করেছেন। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তাঁদের সঙ্গে তোলা বেশ কিছু ছবিও ভাগ করে নিয়েছেন তিনি। ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে বরাবরই অত্যন্ত সংযত ত্রিভেনী রাও। পরিবার, বন্ধু-বান্ধব, ব্যক্তিগত সম্পর্ক কিংবা বয়সএসব বিষয়ে তিনি খুব কমই প্রকাশ্যে কথা বলেছেন। ফলে তাঁর ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে সাধারণ মানুষের জানাশোনা তুলনামূলকভাবে সীমিত। রাজনীতির জগৎ এবং বিনোদন দুনিয়ার এই নতুন যুগলকে ঘিরে বর্তমানে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ব্যাপক আলোচনা চলছে। অনেকের মতে, দক্ষিণ ভারতের একজন অভিনেত্রীর ত্রিপুরার পুত্রবধূ হিসেবে আগমন রাজ্যের জন্য একটি ব্যতিক্রমী ও আনন্দের ঘটনা। ফলে এই বিয়ে এখন ত্রিপুরার অন্যতম আলোচিত বিষয় হয়ে উঠেছে। ২৪শে জুন রাজধানীর ৫ তারকা হোটেলে জাক জমক পূর্ণ ভাবে তাদের রিসেপশান ও সম্পন্ন হয়। ৪ শতাধিক অতিথি বর্গ নিমন্ত্রিত ছিলেন। নবদম্পতি কে শুভেচ্ছায় ভাসান সকলেই।

বাংলাদেশিদের জন্য ফের চালু ভারতের ট্যুরিস্ট ভিসা

ঢাকা, ২৫ জুন: প্রায় দুই বছর পর বাংলাদেশের নাগরিকদের জন্য আবারও ট্যুরিস্ট ভিসা চালুর ঘোষণা দিয়েছে ভারত। আগামী ২৮ জুন থেকে বাংলাদেশি নাগরিকরা পুনরায় ভারতের সাধারণ ভ্রমণ ভিসার জন্য আবেদন করতে পারবেন বলে জানিয়েছেন ঢাকায় নিযুক্ত ভারতের নতুন হাইকমিশনার দীনেশ ত্রিবেদী।বৃহস্পতিবার বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিনের কাছে পরিচয়পত্র (ক্রেডেনশিয়াল) পেশ করে আনুষ্ঠানিকভাবে দায়িত্ব গ্রহণের পর ঢাকার যমুনা ফিউচার পার্কে অবস্থিত ইন্ডিয়ান ভিসা অ্যাপ্লিকেশন সেন্টারে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ ঘোষণা দেন দীনেশ ত্রিবেদী বলেন, সাধারণ ভ্রমণ ভিসা পুনরায় চালু করতে পেরে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। আগামী ২৮ জুন থেকে ভিসার আবেদন জমা দেওয়া যাবে। মানবিক কারণে জরুরি চিকিৎসা ভিসা প্রদান আগের মতোই অব্যাহত থাকবে।

তিনি জানান, প্রাথমিকভাবে দেশের পাঁচটি ভিসা কেন্দ্র থেকে এই কার্যক্রম পরিচালিত হবে। কেন্দ্রগুলো হলো ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম, সিলেট ও খুলনা। ভবিষ্যতে ভিসা পরিষেবার পরিধি আরও সম্প্রসারণ করা হবে বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

—চতুর্থ পৃষ্ঠায় দেখুন

খবরে প্রতিবাদ

সম্পাদকীয়

৩ বর্ষ, শুক্রবার, ১১ আষাঢ়, ১৪৩৩ বাংলা

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভুয়া সংবাদমাধ্যমের অপতৎপরতা

বর্তমান তথ্যপ্রযুক্তিনির্ভর যুগে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম মানুষের তথ্যপ্রাপ্তির অন্যতম প্রধান মাধ্যম হয়ে উঠেছে। সংবাদ জানতে, মতামত গঠন করতে এবং সমসাময়িক ঘটনাবলি সম্পর্কে অবগত থাকতে মানুষ ক্রমশ ফেসবুক, ইউটিউব ও অন্যান্য ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে। এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে কিছু অসাধু গোষ্ঠী সংবাদমাধ্যমের পরিচয় ব্যবহার করে বিভিন্ন পেইজ ও চ্যানেল পরিচালনা করছে, যা সমাজের জন্য উদ্বেগজনক এক পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে। এসব পেইজের অনেকগুলোরই কোনো প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি নেই, নেই সাংবাদিকতার ন্যূনতম নীতিমালা অনুসরণের দায়বদ্ধতা। তবুও তারা নিজেদের সংবাদমাধ্যম হিসেবে পরিচয় দিয়ে বিভ্রান্তিকর, অসত্য, অতিরঞ্জিত কিংবা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত তথ্য প্রচার করছে। অনেক ক্ষেত্রে চটকদার শিরোনাম, বিকৃত ছবি ও মনগড়া তথ্য ব্যবহার করে মানুষের আবেগকে উসকে দেওয়া হচ্ছে। এর ফলে জনমনে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে, সামাজিক সম্প্রীতি বিঘ্নিত হচ্ছে এবং বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের সুনাম ক্ষুণ্ণ হচ্ছে। আরও উদ্বেগের বিষয় হলো, এসব পেইজ প্রায়ই অসামাজিক ও অনৈতিক বার্তা প্রচার করে। বিদ্বেষ, কুৎসা, গুজব, ব্যক্তিগত আক্রমণ এবং অশালীন উপস্থাপনার মাধ্যমে তারা সামাজিক মূল্যবোধকে আঘাত করছে। তরুণ প্রজন্ম, যারা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের সবচেয়ে বড় ব্যবহারকারী, তারা এ ধরনের অপতথ্যের প্রভাবে বিভ্রান্ত হওয়ার ঝুঁকিতে রয়েছে। ফলে সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য নির্ণয় করা কঠিন হয়ে পড়ছে। সাংবাদিকতা একটি দায়িত্বশীল পেশা। এর মূল ভিত্তি হলো সত্যনিষ্ঠা, বস্তুনিষ্ঠতা এবং জনস্বার্থের প্রতি দায়বদ্ধতা। তাই সংবাদমাধ্যমের পরিচয়ে পরিচালিত কোনো প্ল্যাটফর্ম যদি এসব নীতিকে উপেক্ষা করে, তবে তা শুধু সাংবাদিকতার মর্যাদাকেই ক্ষুণ্ণ করে না, বরং গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার জন্যও হুমকি হয়ে দাঁড়ায়। এই পরিস্থিতি মোকাবিলায় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে আরও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। একই সঙ্গে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠানগুলোকেও ভুয়া ও বিভ্রান্তিকর পেইজ শনাক্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে। সর্বোপরি, নাগরিকদেরও সচেতন হতে হবে; তথ্য যাচাই না করে কোনো সংবাদ বিশ্বাস বা প্রচার করা থেকে বিরত থাকতে হবে। সত্য ও দায়িত্বশীল সাংবাদিকতার বিকল্প নেই। তাই ভুয়া সংবাদমাধ্যমের মুখোশ উন্মোচন এবং তথ্য-সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তোলাই আজ সময়ের দাবি।

পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ টি এম সি : ২৩৭৫৫৩৪ চক্ষুব্যাঙ্ক : ৯৪৩৬৪৬২৮০০। অ্যাম্বুলেন্স : রামঠাকুর সংঘ : ৬০০৯২২৪৪০৩, ৯৭৭৪১১৩২৬৯, ব্লু লোটাস ক্লাব : ৯৪৩৬১৫৮৫৮-২৫৬, সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা : ৭৬৩২৮৪৪৬০৩, রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৭৭৩২৮ কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা : ৯৮৬২৫৭০১১৬/ সংহতি ক্লাব : ৮৭৯৪৯১৬ ৮৯৮১, রামকৃষ্ণ ক্লাব ৮৭৯৪৯১ ৫৮ ২৮১ শতদল সংঘ : ৯৮৬২৯৫৯৭৮০, প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) ৯৭৭৪১১৬ ৬২৪, চাইল্ড লাইন : ১০৯৮ (টোলফ্রি ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি : ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), আই জি এম : ২৩২-৫৭৩৬, আই এল এস : ৮৯৭৪০৫০৩০০ কসমোপলিটন ক্লাব : ৯৭৭৪৫১৭৫৩৮, তরুণ সংঘ : ৮৮৩৭৩০৩৩৪৯, ৯৭৭৪১৬৪০১৯, ৮৭৯৪৪০৩৮৭২৮। শবদাহী যান : ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন- ৮২৫৯৯২৭১৯৫, ইন্টিগ্রেটেড ইয়থ অব ত্রিপুরা : ৯৪৩৬৪৬১৬০৮, সেন্ট্রালরোড যুব সংস্থা - ৭৬৪২৮৫৪৬৫৩, সমাজ কল্যাণ সংঘ - ৯৭৭৪৫৭০২৪২, ব্লু লোটাস ক্লাব-৯৪৩৬৪ ৫৮২৫৬ ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট : ২৩৮-৫৮৩২, ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স এসোসিয়েশন : ২৩৮-৬৪২৬, রিলিভার্স : ৮৮৩৭০৫২৫৩৮, সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) : ৮৭৯৯৯১১২৩৩, আগন্তুক ক্লাব : ৭০০৫৪৬০০৩৩/৯৪৩৬৪৯১৮৯১, নব অঙ্গীকার : ৯৮৬৩৪৪৪৭৭৪, ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন : ১০১/ ২৩২-৫৬৫০, বাধারঘাট : ১০১/ ২৩৭-৪৩৩৩, কুঞ্জবন : ২৩৫-৩১০১, মহারাজগঞ্জ বাজার : ২৩৮ ৩১০১ পুলিশ : পশ্চিম থানা : ২৩৮-৫৭৬৫, পূর্ব থানা : ২৩২-৫৭৭৪, আমতলী থানা : ২৩৭-০২৬৩, এয়ারপোর্ট থানা : ২৩৪-২২৫৮, সিটি কন্ট্রোল : ২৩২-৫৭৮৪, বিদ্যুৎ : ১৯১২, বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া : ২৩৪২১২৪৪১২, এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর : ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, ইন্ডিগো : ২৩৪-১২৩৩, রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন : ২৩২-৫৫৩৩ আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং : ২৩২-৫৬৮৫।

আসল কারণ ?

ওজন কমানোর জন্য নিজেকে যতরকম রুটিনে বাঁধা দরকার সবই করে ফেলেছেন। তার পরেও শরীরের যে গড়ন হবে বলে আশা করেছিলেন, তা হচ্ছে না। হয়তো ওজন সামান্য কমেছে। কিন্তু পেট বা কোমরের আয়তন

কমছে না। ফলে পুজোয় শাড়ির ফাঁকে যে মেদহীন কোমর দেখা যাবে বলে আশা করেছিলেন, সে আশায় জল। পুরুষেরা পছন্দের ফিটেড টি-শার্ট জিন্স পরে কেতা দেখাবেন বলে ভেবেছিলেন, তা-ও কি শেষমেশ ভুলতে হবে? উঁহু, এই সমস্যারও সমাধান আছে।হরমোনকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারলেই সমস্যার সমাধান হতে পারে।

কর্টিসল হরমোনকে নিয়ন্ত্রণ করবেন কী ভাবে?

পর্যাপ্ত ঘুম, শরীরচর্চা, ধ্যান, পর্যাপ্ত জলপান ইত্যাদি শরীরে সুখী হরমোনের ক্ষরণ বৃদ্ধি করে। যা কর্টিসল নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। এ ছাড়া শরীরে কর্টিসলের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে কিছু খাবারও। সেগুলি কী কী তার একটি তালিকা দিয়েছেন পুষ্টিবিদ।

১। ম্যাগনেশিয়াম-যুক্ত খাবার: ম্যাগনেসিয়াম স্নায়ুতন্ত্রকে শান্ত করতে এবং পেশি শিথিল করতে সাহায্য করে। তাই এটি মানসিক চাপ কমাতে অত্যন্ত কার্যকরী। পালং শাক, অ্যাভোকাডো, বাদাম, কুমড়োর বীজ এবং ডার্ক চকোলেটে ম্যাগনেশিয়াম আছে।

২। ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিড: যেকোনও তৈলাক্ত মাছ, আখরোট এবং চিয়া বীজে রয়েছে ওমেগা থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড। যা মানসিক চাপ কমাতে, মস্তিষ্কের কার্যকারিতা উন্নত করতে এবং প্রদাহ কমাতে সাহায্য করে।

৩। ভিটামিন সি-যুক্ত খাবার: গবেষণায় দেখা গেছে যে ভিটামিন সি কর্টিসলের মাত্রা কমাতে সাহায্য করে এবং স্ট্রেসের বিরুদ্ধে শরীরের প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়।

৪। প্রোবায়োটিক-সমৃদ্ধ খাবার: অন্ত্রের স্বাস্থ্যও মানসিক চাপ কমানোর ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। দই, ছানা, পনিরের মতো প্রোবায়োটিক খাবার অন্ত্রের স্বাস্থ্য ভালো রাখে এবং মনকে শান্ত রাখতে সাহায্য করে।

৫। কমপ্লেক্স কার্বোহাইড্রেট: ওটস, ব্রাউন রাইস এবং অন্যান্য দানা শস্যে রয়েছে কমপ্লেক্স কার্বোহাইড্রেট। যা স্তিষ্কে সেরোটোনিন নামক ”ফিল-গুড” হরমোনের মাত্রা বৃদ্ধি করে। ফলে মন ভালো থাকে।

৬। প্রোটিন: মুরগির মাংস, ডিম বা ডালের মতো প্রোটিন সমৃদ্ধ খাবার স্ট্রেস মোকাবিলায় সাহায্য করে কারণ এগুলো ট্রিপটোফ্যান নামক অ্যামিনো অ্যাসিড সরবরাহ করে যা সেরোটোনিন উৎপাদনে সহায়ক।

দায়ী আমাদের সমাজব্যবস্থা

মলিনা দত্ত

শৈশব থেকেই সমাজে কন্যা শিশুরা একটা বিবর্ণ জীবন নিয়ে বেড়ে ওঠে। অপুষ্টি, রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা কম, শিশুনির্যাতন ও পাচারের মতো শারীরিক ও সামাজিক ঝুঁকিগুলো তাদের জীবনকে প্রভাবিত করে। সমাজে নানা কারণে কন্যা শিশুরা বৈষম্য ও নানান ধরনের ঝুঁকির মুখে পড়ে। পরিবার বলি আর সমাজ বলি সবক্ষেত্রেই ছেলের তুলনায় কন্যা শিশু বেশি অবহেলা আর অবজ্ঞার শিকার হয়। যার ফলে তাদের জীবন প্রতিবন্ধকতা ও অন্ধকারে পরিণত হচ্ছে। এর জন্য দায়ী আমাদের সমাজব্যবস্থা, আমাদের সংকীর্ণ মনমানসিকতা ও দৃষ্টিভঙ্গি।

কন্যা শিশুর প্রথম ঝুঁকি হচ্ছে জ্ঞানের আলো থেকে দূরে রাখা অর্থাৎ শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত করে রাখা। আমাদের মতো দরিদ্র দেশে কন্যা সন্তানকে স্কুলে পাঠানোর পরিবর্তে অভিভাবকরা সংসারের কাজে লাগাতে বেশি পছন্দ করে। তাছাড়া আরেকটি ঝুঁকি হলো বাল্যবিয়ে। কন্যা সন্তান একটু বড় হতে না হতে বাবা মা বিয়ে দিতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। তারা একটুও দ্বিধাবোধ করে না কন্যা সন্তানের চেয়ে বড় বয়সের লোকের সঙ্গে বিয়ে দিতে। যার ফলে অবুঝ শিশুর জীবন জাহান্নামে পরিণত হয়। পরিবারের সদস্যরাও ছেলে ও মেয়ে শিশুর মধ্যে বৈষম্য সৃষ্টি করে থাকে। ছেলে সন্তানকে কন্যা সন্তানের চেয়ে ভালো ভালো খাবার খেতে দেয়। যার ফলে প্রতিনিয়ত কন্যাশিশু অপুষ্টি ও নানান রোগে ভুগে। তাছাড়া শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের শিকার হচ্ছে বেশি মেয়েশিশু।একটু খতিয়ে দেখলেই বোঝা যায় কন্যা শিশুরা অহরহ ধর্ষণের শিকার হচ্ছে। বর্তমানে আমাদের দেশে এ ধরনের কয়েকটি চাঞ্চল্যকর ঘটনার কথা আমরা কমবেশি সবাই জানি। অনেক সময় গৃহকর্ম কাজে নিযুক্ত কন্যাশিশু যৌন নির্যাতনের শিকার হচ্ছে নির্দ্বিধায়। আর নির্যাতনকারী ক্ষমতার জোরে আইনের ফাঁক দিয়ে গলিয়ে যায়। মোটকথা আমাদের দেশে কি গরিব কি ধনী কমবেশি কন্যাশিশু ঝুঁকির মধ্যে, বিশেষ করে দরিদ্র পরিবারের কন্যাশিশু ভয়াবহ ঝুঁকির মধ্যে বসবাস করছে। এই অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসতে হলে পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্রকে যৌথভাবে কাজ

করতে হবে। প্রথমত ছেলেমেয়ের মধ্যে বৈষম্য দূর করতে হবে। কন্যা শিশুকেও তার প্রাপ্য অধিকার দিতে হবে।দেশে বাল্যবিয়ে রোধের কড়া আইন থাকা সত্ত্বেও বিশ্বের সবচেয়ে বাল্যবিয়ে ঘটে। বাল্যবিয়ে রোধে আইনকে আরও কঠোরভাবে প্রয়োগ করতে হবে। তাছাড়া জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম চালু রাখতে হবে। জনগণ সচেতন হলে অর্ধেক বাল্যবিয়ে কমে আসবে। তাছাড়া শিশুপাচার, অনলাইনের মাধ্যমে হয়রানি, গৃহকর্মে নিযুক্ত কন্যাশিশুদের বাঁচানোর জন্য সচেতনতা আর আইনের কঠিন প্রয়োগ করতে হবে। আর এরজন্য পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের সম্মিলিত প্রচেষ্টা অধিক কাম্য। তাদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা, সঠিক পুষ্টির আর শিক্ষার আলোয় আলোকিত করার জন্য আমাদেরই পরিবেশ তৈরি করে দিতে হবে।ছেলে সন্তানের মতো কন্যাশিশুও আমাদের ভবিষ্যৎ সম্পদ। কাজেই আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টিয়ে তাদের বেড়ে ওঠার সুযোগ দিলে তারাও সমাজ তথা রাষ্ট্রের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারবে। যার ফলে সমাজ হয়ে উঠবে সমৃদ্ধ, উন্নত ও মানবিক। আর আমরাও পাবো বৈষম্যহীন এক নতুন দেশ।

কন্যা শিশুরা এখনো নানা ঝুঁকির মুখোমুখি। সামাজিক কুসংস্কার, অর্থনৈতিক বৈষম্য এবং শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবার সীমিত সুযোগ তাদের জীবনকে ঝুঁকিপূর্ণ করে তুলছে। একটি আধুনিক সমাজ গঠনের জন্য কন্যা শিশুদের সুরক্ষা ও ক্ষমতায়ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তবে, বাস্তবতা হলো, আমাদের সমাজে কন্যা শিশুদের প্রতি বৈষম্য এবং অবহেলা এখনো বিদ্যমান।শিক্ষায় বৈষম্য : কন্যা শিশুদের শিক্ষার ক্ষেত্রে বড় ধরনের ঝুঁকি রয়েছে। গ্রামাঞ্চলে অনেক পরিবার ছেলেদের শিক্ষাকে প্রাধান্য দেয়, ফলে মেয়েরা প্রায়ই স্কুল থেকে ঝরে পড়ে।অর্থনৈতিক সংকট, বাল্যবিবাহ এবং পারিবারিক দায়িত্ব তাদের শিক্ষার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। শিক্ষার অভাবে তারা স্বনির্ভর হওয়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়। বাল্যবিয়ের ঝুঁকি : বাল্যবিয়ে কন্যা শিশুদের জন্য আরেকটি বড় হুমকি।এর ফলে তারা শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য ঝুঁকিতে পড়ে, শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হয় এবং অর্থনৈতিকভাবে নির্ভরশীল থাকে। স্বাস্থ্য ও পুষ্টি : কন্যা শিশুদের স্বাস্থ্য ও পুষ্টির ক্ষেত্রেও বৈষম্য দেখা যায়। অনেক পরিবারে ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের জন্য কম খাবার ও চিকিৎসা বরাদ্দ করা হয়। ফলে, কন্যা শিশুদের মধ্যে পুষ্টিহীনতা ও রক্তশূন্যতার হার বেশি।

এছাড়া, যৌন হয়রানি ও নির্যাতনের ভয়ে অনেক কন্যা শিশু নিরাপদ বোধ করে না, যা তাদের মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর প্রভাব ফেলে।কন্যা শিশুদের ঝুঁকি কমাতে সরকার, সমাজ ও পরিবারকে একযোগে কাজ করতে হবে। শিক্ষার সুযোগ বাড়াতে স্কুলে বিনামূল্যে শিক্ষা ও বৃত্তির ব্যবস্থা করা জরুরি। বাল্যবিয়ে রোধে কঠোর আইন প্রয়োগ ও সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে। এছাড়া, স্বাস্থ্যসেবা ও পুষ্টি নিশ্চিত করতে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগ বাড়ানো প্রয়োজন। সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের জন্য গণমাধ্যম ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা অপরিসীম।কন্যা শিশুরা আমাদের সমাজের অর্ধেক শক্তি। তাদের সুরক্ষা ও ক্ষমতায়ন ছাড়া টেকসই উন্নয়ন সম্ভব নয়। সমাজের প্রতিটি স্তরে তাদের প্রতি সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি ও সুযোগ প্রদান করলে তারা নিজেদের সম্ভাবনা পূর্ণরূপে কাজে লাগাতে পারবে। এখনই সময়, কন্যা শিশুদের ঝুঁকি কমাতে আমরা একযোগে কাজ শুরু করি।জাতীয় উন্নয়ন, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও মানবিক মূল্যবোধের ধারক হিসেবে সমাজের প্রতিটি নাগরিক সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ হলেও কন্যাশিশু আজও অবর্ণনীয় ঝুঁকি, বৈষম্য ও অমানবিক নিপীড়নের শিকার। কন্যা শিশুর ঝুঁকির বহুমাত্রিক প্রকৃতি আমাদের সমাজের গভীরে প্রোথিত বৈষম্যমূলক মানসিকতারই প্রতিফলন। পুরুষতান্ত্রিক সংস্কৃতির শেকড় যতদিন না উপড়ে ফেলা যাবে, ততদিন কন্যাশিশু নিরাপত্তার মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত থাকবে। অকালবিবাহ একদিকে মেয়েদের শিক্ষার সুযোগ হরণ করছে, অন্যদিকে প্রজনন স্বাস্থ্যঝুঁকি, অপুষ্টি, মানসিক অবসাদ ও দাম্পত্য সহিংসতার মতো সমস্যার জন্ম দিচ্ছে। আইনগতভাবে বাল্যবিবাহ দ-নীয় অপরাধ হলেও এর বিস্তার প্রতিদিন প্রমাণ করছে যে আইন প্রয়োগের যন্ত্রণা কেবল কাগুজে শক্তি হিসেবে রয়ে গেছে। কন্যাশিশুর ওপর সংঘটিত যৌন সহিংসতা নিছক ব্যক্তিগত অপরাধ নয়; এটি রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ব্যবস্থার প্রতি সরাসরি আঘাত।প্রতিটি ধর্ষণ বা হয়রানির ঘটনায় সামাজিক লজ্জা, বিচারহীনতার সংস্কৃতি এবং অপরাধীর দাপট কন্যাশিশুদের আরও বেশি দুর্বল ও অসহায় করে তোলে। বহু ক্ষেত্রে দেখা যায়, নির্যাতনের শিকার মেয়েটিই সমাজচ্যুত হয়, অথচ অপরাধী অবলীলায় সামাজিক স্বীকৃতি ভোগ করে। এ এক নির্মম দ্বিচারিতা, যা সামাজিক ন্যায়বিচার ও মানবিক মর্যাদাকে প্রশ্নবিদ্ধ করছে। এ পরিস্থিতিতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হলো এই সংকট নিরসনে দায়িত্ব কার? নিঃসন্দেহে পুরুষ সমাজের সক্রিয় অংশগ্রহণ ছাড়া কোনো কার্যকর সমাধান সম্ভব নয়। কারণ অপরাধীর বৃহৎ অংশ পুরুষ এবং একইসঙ্গে প্রতিরোধের শক্তি, নৈতিক অবস্থান ও সামাজিক নেতৃত্বও পুরুষ সমাজের হাতেই কেন্দ্রীভূত।সুতরাং কন্যাশিশুর নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হলে পুরুষদের মানসিকতা পরিবর্তন, সামাজিক দায়বদ্ধতা এবং সচেতন অংশগ্রহণ অনিবার্য। পরিবার থেকে শুরু করে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় ও সামাজিক মঞ্চল্ল সবখানেই নারীকে সম্মানের সঙ্গে দেখার সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠা করতে হবে। তবে সামাজিক সংস্কার কেবল উপদেশে সীমাবদ্ধ থাকলে বাস্তব পরিবর্তন আসবে না। প্রয়োজন বহুমুখী সামাজিক আন্দোলন, যা কন্যাশিশুর মর্যাদা রক্ষায় এক অদম্য চাপ সৃষ্টি করবে। গণমাধ্যম, সাংস্কৃতিক অঙ্গন, রাজনৈতিক নেতৃত্ব এবং শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণিকে এই আন্দোলনের অগ্রভাগে থাকতে হবে। আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে কঠোর ও নিরপেক্ষ হতে হবে, যাতে কোনো অপরাধীর রাজনৈতিক পরিচয় বা সামাজিক প্রভাব বিচারকে ব্যাহত করতে না পারে।

বর্তমানে নৃশংস ও ঘৃণিত অপরাধ ধর্ষণ সমাজকে যেন দেখাচ্ছে বৃদ্ধাঙ্গলি। প্রতিদিন পত্রিকার পাতা কিংবা সংবাদ মাধ্যমে দেখা যায় সামাজিক মূল্যবোধের চরম অবক্ষয়ের এক নির্মম চিত্র। কখনো শিশু, কখনো কিশোরী, কখনো বা বিবাহিত নারীল্ল কোনো শ্রেণিই বাদ যাচ্ছে না। এই অবস্থা শুধু নারীর নিরাপত্তা নয়, বরং সামগ্রিকভাবে সমাজের নৈতিকতা ভূলুণ্ঠিত হওয়ার ইঙ্গিত দিচ্ছে।ধর্ষণ সমাজের বিষফোঁড়ায় পরিণত হয়েছে। এর প্রভাবে ভুক্তভোগীর জীবন, পরিবার, শিক্ষা ও মানসিক স্বাস্থ্যে সৃষ্টি হয় গভীর ক্ষত। একই সঙ্গে রাষ্ট্র ও সমাজের নিরাপত্তা ব্যবস্থার ওপর আস্থা কমে যায় জনসাধারণের। ইউনিসেফের তথ্যমতে, পৃথিবীতে এই মুহূর্তে জীবিত ৩৭ কোটি নারী, অর্থাৎ প্রতি আট জনে একজন নারী ১৮ বছর বয়স হওয়ার আগেই ধর্ষণ বা যৌন নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। বিচারের ক্ষেত্রে ধর্ষকের পরিচয় যেন মুখ্য না হয়। স্থানীয় প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে আরও কঠোর হতে হবে। কেন বাড়ছে এই জঘন্য অপরাধ, তার কারণ খুঁজে বের করা একান্ত প্রয়োজন। ধর্ষণ প্রতিরোধে অপরাধীর বিচার করতে হবে দ্রুত বিচার আইনে। একইসঙ্গে সামাজিকভাবে যদি সচেতনতা বাড়ানো যায় এবং পরিবার থেকেই শিক্ষা ও মূল্যবোধের বীজ বপন করা যায়, তবে ধর্ষণ নামের নৃশংস অপরাধ অনেকাংশে প্রতিরোধ করা সম্ভব হবে বলে প্রত্যাশা।

আমরা নিজের অজান্তেই স্বাধীনতা হারাব

স্বদেশ দেব

বিশ্ব এখন তিনটি অদৃশ্য মানচিত্রে নিয়ন্ত্রিত— নিরাপত্তা, অর্থনীতি ও তথ্যপ্রযুক্তি। প্রথম দুই অঙ্গনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা বহু পুরনো: রাষ্ট্র বনাম রাষ্ট্র, জোট বনাম জোট। কিন্তু তৃতীয় অঙ্গন— ডিজিটাল জগৎ— নতুন যুদ্ধক্ষেত্র--- যেখানে সেনাবাহিনী নেই, আছে অ্যালগরিদম; যেখানে সীমানা নেই, আছে ডেটা-র সমুদ্র; যেখানে সরকার নয়, বিভিন্ন কর্পোরেট জায়ান্ট নিয়ম লিখছে।

‘শীতল যুদ্ধ’-র যুগে আন্তর্জাতিক রাজনীতি ছিল দ্বিমুখী। একদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, অন্যদিকে সোভিয়েত ইউনিয়ন। এটি ছিল এক প্রকার ‘বাইপোলার’ বিশ্বব্যবস্থা। ১৯৯১ সালের ডিসেম্বরে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একক ‘সুপারপাওয়ার’ রূপে আবির্ভূত হয়। এবং পরের দশক ধরে রাজনীতি, অর্থনীতি ও নিরাপত্তার প্রধান নিয়ন্ত্রক হয়ে ওঠে।

কিন্তু গত দেড় দশকে সেই দৃশ্যপট বদলেছে। চিন, ভারত-সহ নতুন শক্তি উঠে এসেছে এবং বহু দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নির্ধারিত নিয়ম মানতে অস্বীকৃতি জানিয়ে আপন পথ বেছে নিতে চাইছে। এর নেপথ্যে তিনটি কারণ। প্রথমত, পশ্চিমি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে রাশিয়া খাপ খাওয়াতে ব্যর্থ। এক সময়ের মহাশক্তি এখন ক্ষমতার দিক থেকে অনেক দুর্বল এবং সেই হতাশা থেকে তারা আক্রমণাত্মক পথে হাঁটছে। দ্বিতীয়ত, চিনকে এক সময় ধারণা করা হয়েছিল যে-ধনী ও ক্ষমতাবান হলে তারা মার্কিন ধাঁচের অর্থনীতি ও রাজনীতি গ্রহণ করবে। বাস্তবে তারা নিজস্ব ধারা বজায় রেখেছে, যা যুক্তরাষ্ট্রের জন্য অস্বস্তিকর। তৃতীয়ত, বিশ্বায়নের সুফল থেকে ধনী দেশগুলির বহু নাগরিক বঞ্চিত অনুভব করেছেন, যা তাঁদের রাজনৈতিক অসন্তোষ ও সরকারের প্রতি আস্থাহীনতা বাড়িয়েছে।

বর্তমানে আমরা একই সঙ্গে তিনটি পৃথক বিশ্ব-ব্যবস্থার মধ্যে বসবাস করছি। প্রথমটি ‘গ্লোবাল সিকিউরিটি অর্ডার’--- যেখানে যুক্তরাষ্ট্র এককভাবে শীর্ষে। তাদের সামরিক বাহিনী পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি প্রান্তে প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম। ‘ন্যাটো’-র মিত্র দেশগুলি রাশিয়ার ইউক্রেন আগ্রাসনের পর আরও বেশি আমেরিকার নিরাপত্তা ছাতার উপর নির্ভরশীল। চিন সামরিক সক্ষমতা বাড়ালেও তা এশিয়ায় সীমিত। ইউক্রেন যুদ্ধের জন্য রাশিয়া বড় ধরনের ক্ষতির মুখে, ফলে আগামী এক দশকে বৈশ্বিক নিরাপত্তা ব্যবস্থায় যুক্তরাষ্ট্রের প্রাধান্য বহাল থাকার সম্ভাবনা প্রবল।দ্বিতীয়টি ‘গ্লোবাল ইকোনমিক অর্ডার’--- যেখানে ক্ষমতা ভাগাভাগি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চিন অর্থনৈতিকভাবে পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। তাদের বাণিজ্য-সম্পর্ক এখনও সর্বোচ্চ স্তরে। ইউরোপীয় ইউনিয়ন বিশ্বের বৃহত্তম ‘অভিন্ন বাজার’ রূপে নিয়ম প্রণয়নে মুখ্য ভূমিকা রাখে। ভারত ও জাপানের গুরুত্বও বাড়ছে। ফলে বৈশ্বিক অর্থনীতি এখন একটি প্রকৃত মাল্টিপোলার কাঠামোয় পরিচালিত হচ্ছে।এই প্রেক্ষাপটে যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ নীতি বিশ্ব অর্থনীতিতে প্রত্যক্ষ প্রভাব ফেলছে। বিশেষত, ডোনাল্ড ট্রাম্পের বর্তমান ‘জ্বব্রত্বথ স্থন্স্ঠ’ ট্রেড নীতি--- যেখানে উচ্চ শুল্ক, বাণিজ্য-বাধা এবং আঞ্চলিক চুক্তি থেকে সরে আসার প্রবণতা দেখা যাচ্ছে— বৈশ্বিক বাণিজ্যে অনিশ্চয়তা তৈরি করছে। এর ফলে বহু দেশ

‘বিকল্প’ বাজার ও আঞ্চলিক বাণিজ্য ব্লকের দিকে ঝুঁকছে, যা অর্থনৈতিক বিভাজন বাড়িয়ে তুলতে পারে। এই ধারাটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র-চিন অর্থনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে আরও তীব্র করতে পারে, এবং প্রযুক্তি ও ডিজিটাল অর্ডারেও নতুন বিভাজনের জন্ম দিতে পারে।তৃতীয়টি হল ‘ডিজিটাল অর্ডার’— যা বৃহদায়তন বেসরকারি প্রযুক্তি কোম্পানি দ্বারা পরিচালিত। যুদ্ধক্ষেত্রে সাইবার প্রতিরক্ষা, রাজনৈতিক প্রচারণা, গণমাধ্যমের প্রবাহ এবং প্রভাব থেকে শুরু করে মানুষের ব্যক্তিগত পরিচয় গঠনেও তাদের প্রভাব বিস্ময়কর। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের অ্যালগরিদম মানুষের চিন্তা ও আচরণকে প্রভাবিত করছে, যা গণতন্ত্রের জন্য যেমন সুযোগ সৃষ্টি করছে, তেমনি হুমকিও তৈরি করছে। মিথ্যা তথ্য ও ঘৃণার রাজনীতি এর মারাত্মক উদাহরণ। ভবিষ্যতে এই ডিজিটাল অর্ডারের গতিপথ নির্ধারণ করবে বৃহদায়তন প্রযুক্তি কোম্পানিগুলির নিজস্ব সিদ্ধান্ত। যদি আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ও চিন নিজেদের প্রযুক্তিকে সীমাবদ্ধ রাখে, তবে আমরা এক নতুন টেকনোলজি-কেন্দ্রিক ‘শীতল যুদ্ধ’-র মুখোমুখি হব— যেখানে ডিজিটাল বিশ্ব দুই ভাগে বিভক্ত হবে। যদি তারা বৈশ্বিক ব্যবসায়িক মডেল বজায় রাখে, তবে সম্ভব হবে ডিজিটাল গ্লোবালাইজেশন। আর, যদি এসব বৃহদায়তন প্রযুক্তি কোম্পানি আরও ক্ষমতাবান হয়ে ওঠে যে রাষ্ট্রের ভূমিকা হ্রাস পেতে পারে এমন সম্ভাবনা তৈরি হয়, তখন জন্ম নেবে টেকনো-পোলার বিশ্ব--- যেখানে প্রধান ক্ষমতা থাকবে কর্পোরেট অ্যালগরিদমের হাতে।

এক্ষেত্রে মৌলিক প্রশ্ন: এসব বৃহদায়তন প্রযুক্তি কোম্পানি কি দায়িত্বশীল ভূমিকা নেবে? তারা কি ব্যক্তিগত তথ্যের অপব্যবহার বন্ধ করবে? তারা কি লাভের জন্য মিথ্যা খবর ও ঘৃণা ছড়ানোর মডেল পরিত্যাগ করবে? উত্তর জানা নেই। প্রযুক্তিতে বলীয়ান ও অসীম ক্ষমতার দম্ভ কি কোম্পানিদের ইতিবাচক হতে দেবে?সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর যুক্তরাষ্ট্র ছিল একমাত্র বড় শক্তি, আর তারা চেষ্টা করত বিশ্বে গণতন্ত্র ছড়িয়ে দিতে--- যেমন: বিভিন্ন দেশে নির্বাচন প্রক্রিয়া, মানবাধিকার, স্বাধীন মতপ্রকাশের মতো বিষয় প্রচার করা। যদিও সবসময় সেটা ঠিকভাবে বা সফলভাবে হয়নি, তবুও তাদের লক্ষ্য ছিল গণতন্ত্র বাড়ানো। অর্থাৎ তখন আমেরিকা মূলত ‘গণতন্ত্র রপ্তানি’ করত, এখন ‘প্রযুক্তি রপ্তানি’ করছে। কিন্তু এমন প্রযুক্তি, যা গণতান্ত্রিক কাঠামোকে দুর্বল, এমনকী ধ্বংসও করতে পারে। তাই প্রশ্ন: এই শক্তি কি মানবকল্যাণে ব্যবহৃত হবে, না কি কেবল বাণিজ্যিক লাভের জন্য সমাজকে বিভক্ত করবে?

বিশ্ব এখন তিনটি অদৃশ্য মানচিত্রে নিয়ন্ত্রিত— নিরাপত্তা, অর্থনীতি ও তথ্যপ্রযুক্তি। প্রথম দুই অঙ্গনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা বহু পুরনো: রাষ্ট্র বনাম রাষ্ট্র, জোট বনাম জোট। কিন্তু তৃতীয় অঙ্গন— ডিজিটাল জগৎ— নতুন যুদ্ধক্ষেত্র--- যেখানে সেনাবাহিনী নেই, আছে অ্যালগরিদম; যেখানে সীমানা নেই, আছে ডেটা-র সমুদ্র; যেখানে সরকার নয়, বিভিন্ন কর্পোরেট জায়ান্ট নিয়ম লিখছে।

রাষ্ট্র ও কর্পোরেট শক্তির এই নতুন দ্বন্দ্ব ভবিষ্যতের বিশ্বব্যবস্থা নির্ধারণ করবে।এই বাস্তবতা শুধু ক্ষমতার খেলা নয়, আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। আমাদের পরিচয়, মতামত, এমনকী সত্য-মিথ্যার ধারণাও এখন অ্যালগরিদমের হাতে। এই শক্তি কি স্বাধীনতাকে সুরক্ষিত করবে, না কি সেটাই হবে আমাদের অদৃশ্য শৃঙ্খল? যদি প্রযুক্তি কেবল মুনাফার জন্য ব্যবহৃত হয়, তবে সমাজ আরও বিভক্ত হবে, গণতন্ত্র হবে দুর্বল, আর আমরা নিজের অজান্তেই স্বাধীনতা হারাব।

জগিং করতে করতে কেতনদের পিছু নিয়েছিলেন চেতন, পুণে হত্যাকাণ্ডে পুলিশকে তথ্য দিলেন নিরাপত্তারক্ষী

নয়াদিল্লি ঃ মহারাষ্ট্রের পুণেতে ব্যবসায়ীপুত্র কেতনবিশাল অগ্রবালকে খুনের ঘটনায় বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পুলিশকে দিয়েছেন লোহগড় দুর্গের নিরাপত্তারক্ষী ধীরজ যাদব। ১৮ জুন কেতনকে তাঁর বাগ্দত্তা সিয়া গয়াল এবং সিয়ার প্রেমিক চেতন বাবুলাল চৌধরী মিলে পাহাড়ের খাদে ধাক্কা মেরে দিয়েছিলেন বলে অভিযোগ। 'টাইমস অফ ইন্ডিয়া'য় প্রকাশিত প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে, সে সময় ঘটনাস্থলের কাছেই ধীরজ হাজির ছিলেন। তাঁর প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনা কেতন খুনের তদন্তে বড় ভূমিকা নিয়েছে।

প্রকাশিত প্রতিবেদনে দাবি, খুনের দিন দুপুরে পুণে থেকে প্রায় ৫৫ কিলোমিটার দূরে লোহাগড় দুর্গের টিকিট কাউন্টারে হাজির ছিলেন ধীরজ। পুলিশকে তিনি জানিয়েছেন প্রথমে কেতন এবং সিয়া সেখানে পৌঁছেছিলেন। তাঁরা ডিজিটাল স্ক্যানার ব্যবহার করে দুর্গের ট্রেকিং-পথে প্রবেশের টিকিট কেনার চেষ্টা করেন। বেস এলাকায় নেটওয়ার্ক সংযোগ দুর্বল থাকার কারণে অনলাইন লেনদেন ব্যর্থ হয়। নিরাপত্তা কর্মীরা তাদের পরামর্শ দেন স্ক্যানারের একটি ছবি তুলে রাখতে এবং উপরের দিকে যেখানে নেটওয়ার্ক পাওয়া যায় সেখানে গিয়ে অনলাইন বুকিং প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে।

এর পরে কেতন ও সিয়া রওনা দেন পাহাড়ের চূড়ায় অবস্থিত দুর্গের উদ্দেশে। আর তার কিছুক্ষণ পরেই চেতন হুডি এবং হেডফোন পরে কাউন্টারে পৌঁছোন। নিরাপত্তাকর্মীরা তাঁকে টিকিট কেনার জন্য ডাকেন। কিন্তু চেতন ধীরজদের জানান যে তিনি জগিং করছেন এবং ফিরে আসার পথে প্রবেশমূল্য দিয়ে দেবেন। কিন্তু পরে প্রবেশমূল্য না দিয়েই সরাসরি নীচে

নেমে গিয়েছিলেন চেতন। পুণে (গ্রামীণ) পুলিশের সূত্র উদ্ধৃত করে প্রকাশিত প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে, ধীরজের বক্তব্য সিসিটিভি ফুটেজের সঙ্গে মিলে গিয়েছে। যা ইঙ্গিত দিচ্ছে যে চেতনের গতিবিধি ছিল পূর্বপরিকল্পিত।

সিয়া প্রথমে পুলিশের কাছে কেতনের পা পিছলে পড়ে যাওয়ার কথা বলে 'দুর্ঘটনাতত্ত্ব' সাজানোর চেষ্টা করলেও তা সফল হয়নি। পুণে (গ্রামীণ) পুলিশের তদন্তকারী দল লোহাগড় দুর্গ যাওয়ার পথে সমস্ত সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখতে শুরু করতেই 'রহস্য উন্মোচন' হয়। জিজ্ঞাসাবাদের মুখে ভেঙে পড়ে প্রেমিক চেতনের সাহায্যে হবু স্বামী কেতনকে খুনের কথা তিনি কবুল করেন বলে পুলিশের দাবি। সিসিটিভি ফুটেজের হুডি পরিহিত চেতনকে দেখা গিয়েছে। তদন্তে জানা গিয়েছে, ৩১ মে কেতন ও সিয়া লোহাগড় দুর্গে গিয়েছিলেন। চার দিন পর সিয়া আবার তাঁকে লোহাগড় দুর্গে যেতে জোরাজুরি করেন। কিন্তু কেতনের মা তাঁকে দ্বিতীয় বার সেখানে যেতে দেননি। ১৪ জুন সিয়া আবার কেতনকে লোহাগড়ে যাওয়ার জন্য জোর করেন। সে দিনও তিনি নাকি তাঁকে খাদের ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেওয়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু কেতন একটি ঝোপ আঁকড়ে ধরে নিজেকে বাঁচাতে সক্ষম হন। কেতন যখন জানতে চান কেন তাঁকে ধাক্কা দেওয়া হয়েছে, তখন সিয়া সাপ দেখার মিথ্যা আতঙ্ক সৃষ্টি করেন এবং এমন ভাবে বিষয়টি উপস্থাপন করার চেষ্টা করেন যেন তিনিই তাকে রক্ষা করেছেন।

১৮ জুন সকালে সিয়া ও চেতন পুণের একটি ক্যাফেতে দেখা করেন এবং কেতনকে হত্যার পরিকল্পনা করেন। তাঁরা দুর্গের যাওয়ায় ট্রেকিং রুটে এমন কিছু সম্ভাব্য স্থান চিহ্নিত করেন, যেখান থেকে কেতনকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেওয়া যেতে পারে। এর পরে সেদিন বিকেলে কেতন ও সিয়া গিয়েছিলেন লোহাগড়ে। পরিকল্পনা মতো চেতনও তাদের পিছু নিয়েছিলেন। হেঁটে ওই পথ পার হতে সাধারণত প্রায় তিন থেকে চার ঘণ্টা সময় নেয়। ট্রেকিংয়ের সময় চেতন হাতের ইশারায় সিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ করছিলেন। সিসিটিভি ফুটেজে দেখা গিয়েছে, চেতন নিজের পরিচয় গোপন রাখতে হুডি পরে তাঁদের পিছু নিয়েছিলেন। তদন্তকারীদের সূত্র উদ্ধৃত করে প্রকাশিত খবরে দাবি, সহকর্মী চেতনের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক ছিল সিয়ার। তার মধ্যেই কেতনের সঙ্গে তাঁর বাগ্দান হয়ে গিয়েছিল। আগামী নভেম্বর মাসে সিয়া এবং কেতনের বিয়ে ঠিক করেছিল তাঁদের পরিবার। রাজস্থানের উদয়পুরে কয়েক কোটি টাকা দিয়ে বিলাসবহুল হাভেলীও ভাড়া করা হয়েছিল। কিন্তু তা সিয়া চাইছিলেন না। সে কারণেই প্রেমিক চেতনকে সঙ্গে নিয়ে খুনের পরিকল্পনা করেছিলেন।

খামেনেইয়ের শেষকৃত্যে যোগ দেওয়ার জন্য মোদীকে আমন্ত্রণ ইরানের

নয়াদিল্লি ঃ মৃত্যুর চার মাস পরে নিহত সর্বোচ্চ নেতা আয়াতোল্লা আলি খামেনেইয়ের শেষকৃত্য রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় করতে চলেছে ইরান। আর সেই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে তেহরান আমন্ত্রণ জানিয়েছে বলে সরকারি সূত্রে খবর। আগামী ৪ জুলাই নিহত সর্বোচ্চ নেতার শেষকৃত্যের ধর্মীয় প্রক্রিয়া শুরু করা হবে। আয়াতোল্লাকে সমাহিত করা হবে আগামী ৯ জুলাই, তাঁর নিজের শহর মাশহাদে।

ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ান আয়াতোল্লার শেষকৃত্য-পর্বে হাজির থাকার জন্য প্রধানমন্ত্রী মোদীকে অনুরোধ জানিয়েছেন বলে সরকারি সূত্র উদ্ধৃত করে প্রকাশিত একটি খবরে দাবি করা হয়েছে। প্রসঙ্গত, গত ২৮ ফেব্রুয়ারি ইরানের বিরুদ্ধে 'অপারেশন এপিক ফিউরি' শুরু করেছিল পেন্টাগন। সে দিনই নিহত হয়েছিলেন খামেনেই। সে সময়ই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল তাঁকে ইরানের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর মাশহাদে সমাহিত করা হবে। ওই হামলায় ইরানের বেশ কয়েক জন উচ্চপদস্থ সেনা আধিকারিকও নিহত হন। তাঁদের রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় সমাহিত করা হলেও তিন দশক ধরে ইরানের ক্ষমতায় থাকা আয়াতোল্লাকে সমাহিত করা হয়নি।

আয়াতোল্লার শেষকৃত্যে এই বিলম্ব ঘিরে নানা প্রশ্ন উঠেছিল। যুদ্ধ পরিস্থিতিতে তাঁর পুত্র মোজতবা খামেনেইকে সর্বোচ্চ নেতা হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তিনিও মার্কিন হামলায় গুরুতর জখম হন। খামেনেইয়ের দেহ কোথায়, কী অবস্থায় রয়েছে সে বিষয়েও কোনও তথ্যও প্রকাশ্যে আসেনি। এখনও জনসমক্ষে আসেননি মোজতবাও। ইরানের এক সংবাদমাধ্যমে জানানো হয়েছে, নতুন সর্বোচ্চ নেতার নিরাপত্তা সংক্রান্ত উদ্বেগ এবং ক্ষমতা হস্তান্তর-পরবর্তী রাজনৈতিক পরিস্থিতি এই বিলম্বের প্রধান কারণ। বস্তুত, খামেনেইয়ের স্তরের এক জন সর্বোচ্চ নেতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ধর্মীয় অনুষ্ঠানের পাশাপাশি রাজনৈতিক সমাবেশও। ইরানে ২০২০ সালের ৩ জানুয়ারি আমেরিকান ড্রোন হামলায় নিহত হয়েছিলেন কমান্ডার কাসেম সোলেমানি। ৪ থেকে ৭ জানুয়ারি পর্যন্ত ইরানের বিভিন্ন শহরে চলেছিল শোকযাত্রা। লক্ষ লক্ষ মানুষের সমাবেশ দেখা গিয়েছিল সেখানে। ফলে যুদ্ধ পরিস্থিতিতে এই ধরনের সমাবেশ মোজতবা, পেজেশকিয়ান-সহ অন্য নেতাদের ক্ষেত্রে নিরাপত্তাজনিত ঝুঁকির কারণ হয়ে উঠতে পারে বলে শঙ্কা ছিল। আমেরিকার সঙ্গে প্রাথমিক যুদ্ধবিরতির পরে গত ১৩ জুন আয়াতোল্লার শেষকৃত্যের নির্ঘণ্ট ঘোষণা করেছিল তেহরান। সে সময় তা ইঙ্গিতবাহী বলেই মনে করা হচ্ছিল। ঘটনাচক্রে, ১৭ জুনই যুদ্ধবিরতি সমঝোতা সংক্রান্ত মউ সই করেন ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং পেজেশকিয়ান।

২৪ ঘণ্টায় ৩০০ মিমি বৃষ্টি! ভাসছে মুম্বইয়ের বিস্তীর্ণ অঞ্চল

নয়াদিল্লি ঃ রাতভর ঝড়বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত মুম্বই। গত ২৪ ঘণ্টায় ৩০০ মিলিমিটার বৃষ্টিতে জলমগ্ন হয়ে পড়েছে বাণিজ্যনগরীর বিস্তীর্ণ অঞ্চল। শুধু বৃষ্টি নয়, তার সঙ্গে ঝড়ের তাণ্ডবও চলেছে। শহরের বিভিন্ন জায়গায় গাছ, বিদ্যুতের খুঁটি উপড়ে গিয়েছে। দক্ষিণ মুম্বইয়ে ২৪৮ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে। গত এক দশকে জুন মাসে সর্বাধিক বৃষ্টির রেকর্ড করল মুম্বই। প্রাকৃতিক এই দুর্য্যোগের জেরে বাণিজ্যনগরীর স্বাভাবিক জীবন ব্যাহত হয়েছে।বুধবার ভোর থেকে বৃষ্টির পরিমাণ আরও বাড়ে। মুম্বই এবং পালঘরে বৃষ্টির লাল সতর্কতা জারি করা হয়েছে। অন্য দিকে, ঠাণে, রায়গড়, পালঘর এবং সিন্ধুদুর্গেও ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি করা হয়েছে। বৃহন্মুম্বই পুরনিগম (বিএমসি) জানিয়েছে, মঙ্গলবার রাত ৮টা থেকে বুধবার সকাল ৬টা পর্যন্ত ওই অঞ্চলে বৃষ্টি হয়েছে ১৮৪ মিমি। মুম্বইয়ের পশ্চিমাঞ্চলে ১৫৪ মিমি এবং পূর্বাঞ্চলে ১৯০ মিমি বৃষ্টি হয়েছে। মঙ্গলবারই বর্ষা ঢুকেছে মুম্বইয়ে। নির্ধারিত সময়ের ১৩ দিন পর। পরিস্থিতি সামাল দিতে বিএমসি ৭ হাজার কর্মীকে মোতায়েন করেছে। দাদর স্টেশনের কাছে গাছ উপড়ে গাড়ির উপরে পড়ে। তবে গাড়িতে কেউ না থাকায় কারও প্রাণহানি হয়নি বা কেউ আহত হননি। আগামী দিনে বৃষ্টির পরিমাণ আরও বাড়বে বলে পূর্বাভাস দিয়েছে মৌসম ভবন। সবচেয়ে বেশি বৃষ্টি হয়েছে পারেলে (৩৩৪ মিমি)। এর পর রয়েছে মালাড (৩১৩ মিমি), পওয়াই (২৯৪), দাদর, ওয়াডালা (২৯০), কান্দিভালি (২৮৪), বোরিভালি (২৫৭) এবং বান্দ্রা (২৫৪)।

আমেরিকায় মধ্যবর্তী নির্বাচনের প্রার্থী বাছাইয়ের ভোটাভুটিতে নিউ ইয়র্কে তিন আসনে জয়ী মেয়র মামদানির শিবির

নয়াদিল্লি ঃ মধ্যবর্তী নির্বাচনের পাঁচ মাস আগেই প্রার্থী বাছাইয়ের প্রক্রিয়া শুরু করে দিল আমেরিকার প্রধান বিরোধী দল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি। আর প্রাথমিক পর্বেই নিউ ইয়র্কের ডেমোক্র্যাটিক ককাসে বিপুল জয় পেল মেয়র জোহরান মামদানির শিবির!

মঙ্গলবার নিউ ইয়র্কে ডেমোক্র্যাটিক পার্টির তিনটি কংগ্রেসনাল প্রাইমারিতে জয়ী হয়েছেন মামদানি অনুগত 'বামপন্থী গোষ্ঠী'র প্রার্থীরা। তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে পরাজিতদের মধ্যে রয়েছেন দলের অন্দরে 'মামদানি বিরোধী' হিসাবে পরিচিত বর্তমানে কংগ্রেসের হাউস অফ রিপ্রেজেন্টেটিভসের সদস্য ড্যান গোল্ডম্যান। তাঁকে প্রাইমারি ভোটাভুটিতে হারিয়ে দিয়েছেন মামদানি গোষ্ঠীর প্রার্থী ব্র্যাড ল্যান্ডার। নিউ ইউর্কের শ্রমিক ইউনিয়নগুলির সদস্যদের অধিকাংশ ভোটই গিয়েছে মামদানি গোষ্ঠীর অনুকূলে। চারটি ডেমোক্র্যাট প্রাইমারির তিনটিতে জিতেছেন মামদানির গোষ্ঠী 'ডেমোক্রেটিক সোশ্যালিস্ট অব আমেরিকা'র প্রার্থীরা।

গাজা ভূখণ্ডে ইজরায়েলি হামলার ঘটনায় গত কয়েক বছর ধরেই ডেমোক্র্যাটিক পার্টির অন্দরে মতবিরোধ চলছে। ইসলাম ধর্মাবলম্বী মামদানি, প্রকাশ্যে ইজরায়েলি হামলার বিরোধিতা করলেও ডেমোক্র্যাট নেতৃত্ব ও সমর্থকদের বড় অংশই এ ক্ষেত্রে তেল আভিভের সঙ্গে সখ্য বজায় রাখার পক্ষে। এই আবহে প্রাইমারি নির্বাচন বিভাজনকে প্রকট করতে পারে বলে মনে করছেন অনেকেই। মামদানি নিজে, ডেমোক্র্যাট প্রাইমারিতে তাঁর অনুগামীদের জন্য ধারাবাহিক প্রচার চালিয়েছিলেন। মঙ্গলবার রাতে ফল প্রকাশের পরে ব্রুকলিনে বিজয়োৎসবে তাঁর সমর্থকদের 'ফ্রি প্যালেস্টাইন' স্লোগান দিতেও শোনা গিয়েছে।

প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের মতোই চার বছর অন্তর আমেরিকায় মধ্যবর্তী নির্বাচন হয়। আগামী ৩ নভেম্বর মধ্যবর্তী নির্বাচনে মার্কিন কংগ্রেসের উচ্চকক্ষ সেনেটের ১০০টির মধ্যে ৩৫টি এবং নিম্নকক্ষ হাউস অফ রিপ্রেজেন্টেটিভসের ৪৩৫টি সাধারণ আসনের সব ক'টিতেই ভোটগ্রহণ হবে। সেই সঙ্গে ভোটগ্রহণ হবে হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভসের 'ভোটদানের ক্ষমতাহীন' ৬টি আসনের মধ্যে ৫টি এবং ৩৬টি প্রদেশ (স্টেট) আর ৩টি টেরিটরির গভর্নর নির্বাচন।

সাধারণ ভাবে আমেরিকার মধ্যবর্তী নির্বাচন একটি নকশা মেনে চলে। কংগ্রেসের দুই কক্ষেই কিছুটা আসন কমে যায় ক্ষমতাসীন দলের। সেই হিসাবে এ বার ডেমোক্র্যাটিক পার্টি কিছুটা স্বস্তিতে বলে মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের একাংশ। যদি কোনও মধ্যবর্তী নির্বাচনে চেনা ছকের বাইরে গিয়ে, শাসকদলই কংগ্রেসে বেশি আসন জেতে (মার্কিন রাজনীতিতে বেশ কয়েক বার সে রকম ঘটেছে), তা হলে তা প্রেসিডেন্টের সমর্থনে বিপুল গণভোট বলেই ধরা হয়। পশ্চিম এশিয়ায় যুদ্ধ পরিস্থিতি নিয়ে কংগ্রেসের অন্দরে সংঘাতে আবহে সে রকম কিছু হলে রিপাবলিকান প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের অবস্থান নিশ্চিত ভাবেই আরও মজবুত হবে।

'আমাদের হাতে ক্ষেপণাস্ত্র না থাকলে ইরানের অবস্থাও হত গাজার মতো'! দাবি পেজশকিয়ানের, নিশানায় আমেরিকা

নয়াদিল্লি ঃ নিজেদের অস্ত্রভান্ডারের 'সুফল' বোঝালেন ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ান। তিনি মনে করেন, ইরানের হাতে যদি ক্ষেপণাস্ত্র না-থাকত তবে তাঁর দেশের অবস্থাও গাজার মতো হত। আমেরিকা এবং ইজরায়েল ইরানেরও গাজার মতো পরিণতি তৈরি করত। পাকিস্তান সফরে রয়েছেন পেজেশকিয়ান। সেই সফরকালে সংবাদসংস্থা এএফপি-কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, "আমাদের প্রতিরক্ষার জন্য যে সব ক্ষেপণাস্ত্র আছে, সেগুলি যদি না-থাকত, তবে ইজরায়েল এবং গাজার মতোই ইরানের উপর নির্বিচারে হামলা চালাত আমেরিকা। বৃদ্ধ, তরুণ বা শিশু কেউ রক্ষা পেত না।" পেজেশকিয়ান মনে করেন, মানবাধিকার বলে আমেরিকা যা প্রচার করে, তা 'ভণ্ডামি' ছাড়া আর কিছুই নয়। তাঁর স্পষ্ট বার্তা, ইরান কোনও অবস্থাতেই তার প্রতিরক্ষা সক্ষমতা নিয়ে কারও সঙ্গে কোনও আলোচনা করবে না। ১৭ জুন ট্রাম্প এবং পেজেশকিয়ান ১৪ দফা সমঝোতা স্মারকে (মউ) সই করেছিলেন। ইরানের প্রেসিডেন্টের দাবি, তাঁর দেশের প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে আলোচনার কোনও প্রস্তাবই নেই সমঝোতা স্মারকে। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ। তাঁর কথায়, "আমি নিঃসন্দেহে বলতে পারি, ইরানের ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র কর্মসূচি আমেরিকা এবং ইরানের মধ্যে আলোচনার বিষয় নয়। আলোচনার টেবিলে ছিল না এমন কোনও বিষয়।" একই বিষয় টেনে পেজেশকিয়ান বলেন, আলোচনায় কখনই দ্বৈতনীতি থাকতে পারে না। কিছু দেশের ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র থাকবে, আর ইরানের থাকবে না, তা হতে পারে না।" গত ২৮ ফেব্রুয়ারি ইরানের বিরুদ্ধে 'অপারেশন এপিক ফিউরি' শুরু করেছিল পেন্টাগন। সেই অভিযানে জুড়ে যায় ইজরায়েলও। পাল্টা হামলার পথে হাঁটে ইরান। পশ্চিম এশিয়ায় মার্কিন ঘাঁটি লক্ষ্য করে প্রত্যাঘাত শুরু করেছিল তেহরান। ইজরায়েলও তাদের নিশানায় ছিল। শেষ পর্যন্ত পাকিস্তান ও কাতারের মধ্যস্থতায় কয়েক দফা আলোচনার পরে ৮ এপ্রিল অন্তর্বর্তী যুদ্ধবিরতিতে সম্মত হয়েছিল ওয়াশিংটন ও তেহরান। পরে অনেক টালবাহানার পর দু'দেশের মধ্যে মউ স্বাক্ষর হয়। তার পরে ইরানের তেল রফতানির উপর নিষেধাজ্ঞা সাময়িক প্রত্যাহার করে আমেরিকা। তবে ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচি পরিদর্শনকে কেন্দ্র করে নতুন করে জট তৈরি হয়েছে। আমেরিকার তরফে দাবি করা হচ্ছে, রাষ্ট্রপুঞ্জ নিয়ন্ত্রিত আন্তর্জাতিক পরমাণু শক্তি সংস্থা (আইএইএ)-কে ইরানে প্রবেশের অনুমতি দিতে তেহরান আগেই সম্মত হয়েছে। তবে তেহরানের দাবি, কোনও অবস্থাতেই আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষক দলকে পরমাণুকেন্দ্র পরিদর্শনের অনুমতি দেওয়া হবে না।

নিটের প্রশ্ন ফাঁসে ত্রুটি মানলেন ধর্মেন্দ্র প্রধান!

'শুধরে নিয়েছি বলেই রি-নিটে কোনও সমস্যা হয়নি', দাবি কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর

নয়াদিল্লি ঃ কিছু ভুলত্রুটির কারণেই মেডিক্যালের স্নাতকে ভর্তির প্রবেশিকার (নিট-ইউজি) প্রশ্ন ফাঁস হয়েছিল বলে বুধবার স্বীকার করলেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান। একটি সাক্ষাৎকারে তাঁর মন্তব্য, "আমি স্বীকার করছি যে অতীতে আমরা ভুল করেছি। তবে আমরা সে সব ভুলত্রুটি দ্রুত শুধরেও নিয়েছি।"প্রশ্ন ফাঁসের জেরে ৩৭ দিনের মধ্যে নতুন করে নিট-এর আয়োজন করতে হয়েছে ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি-কে (এনটিএ)। বিতর্ক এড়াতে এক লক্ষেরও বেশি সিসি ক্যামেরার সাহায্যে বিভিন্ন কেন্দ্রে নজরদারি চলেছে। সেই পরীক্ষাতেও কিছু অব্যবস্থার অভিযোগ উঠেছে ইতিমধ্যেই। যদিও কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী বলেন, "রি-নিটে (পুনঃপরীক্ষা) কোনও সমস্যা হয়নি।" সেই সঙ্গে তাঁর মন্তব্য, "নিট পরীক্ষার্থী এবং তাঁদের পরিবারের প্রতি আমার বার্তা হল, ইতিবাচক থাকুন এবং সরকারি ব্যবস্থার উপর আস্থা রাখুন। প্রধানমন্ত্রী মোদী অনেক কিছু করছেন। আমরা ব্যবস্থাকে সঠিক পথে এনেছি।"প্রসঙ্গত, প্রশ্ন ফাঁসের কারণে গত ৩ মে হওয়া ডাক্তারির সর্বভারতীয় প্রবেশিকা পরীক্ষা, নিট-ইউজি বাতিলের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সরকার। যোগ দিবসের দিনে গত ২১ জুন নিট-ইউজি পুনঃপরীক্ষা হয়েছিল। সেদিন দিল্লি ও উত্তরপ্রদেশের সীমানায় ওখলায় ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি'র (এনটিএ) সদর দফতর থেকে ১ লক্ষ ৩৮ হাজার ৫৬০টি সিসি ক্যামেরার মাধ্যমে সরাসরি বিভিন্ন পরীক্ষাকেন্দ্রে নজরদারি চলেছিল। সেখানে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্রও। মঙ্গলবার তিনি বলেন, "প্রধানমন্ত্রী স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ কোনও ভাবেই ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া উচিত নয়।

ইরান শান্তিচুক্তির পরিণতি নিয়ে সংশয়ে আমেরিকার উপসাগরীয় বন্ধুরা! আশ্বাস দিতে পশ্চিম এশিয়া সফর শুরু রুবিয়োর

নয়াদিল্লি ঃ ইরান শান্তিচুক্তি তেহরানকে কতটা সুবিধা পাইয়ে দেবে, তা নিয়ে সন্দিহান পশ্চিম এশিয়ায় আমেরিকার বন্ধুরাষ্ট্রগুলি। হরমুজ থেকে ইরান টোল আদায়ের সুযোগ পাবে কি না, তা নিয়ে ধোঁয়াশায় রয়েছে তারা। ৩০ হাজার কোটি ডলারের প্রস্তাবিত তহবিলও তেহরানের প্রতি 'বাড়তি উদারতা' বলে মনে করছে তারা। এ অবস্থায় বন্ধুদের আশ্বস্ত করতে পশ্চিম এশিয়ায় সফর শুরু করেছেন মার্কিন বিদেশসচিব মার্কো রুবিয়ো। মঙ্গলবার থেকে শুরু হয়েছে তাঁর সংযুক্ত আরব আমিরশাহি, কুয়েত এবং বাহরিন সফর।আবু ধাবিতে পৌঁছে মঙ্গলবারই 'বন্ধুদের' উদ্দেশে আশ্বাস দিয়েছেন রুবিয়ো। জানিয়েছেন, হরমুজে জাহাজ চলাচল অবাধ থাকবে। ওই জলপথ দিয়ে যাতায়াত করা জাহাজের কাছ থেকে কোনও দেশকেই 'টোল' আদায় করতে দেওয়া হবে না। ইরানকেও নয়। শান্তিচুক্তি নিয়ে তেহরানের সঙ্গে পরবর্তী আলোচনাগুলিতেও ওয়াশিংটন নিজেদের অবস্থানে অনড় থাকবে বলে জানিয়েছেন তিনি। মার্কিন বিদেশসচিবের আশ্বাস, আমেরিকা বন্ধুরাষ্ট্রগুলির

নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে অঙ্গীকারবদ্ধ। আমেরিকা-ইরান মউ কোনও ভাবেই তেহরানকে বাড়তি সাহস জোগাবে না বলেও জানিয়েছেন তিনি।উল্লেখ্য, চার মাস ধরে চলা যুদ্ধে উপসাগরীয় অঞ্চলে আমেরিকার বন্ধুরা বার বার আক্রান্ত হয়েছে। একের পর এক ক্ষেপণাস্ত্র এবং ড্রোন হামলা হয়েছে তাদের উপরে। এ অবস্থায় শান্তি সমঝোতায় ইরানকে ছাড় দেওয়াকে কেন্দ্র করে আমেরিকার বন্ধুরাষ্ট্রগুলির মধ্যে 'অসন্তোষ' দেখা দিয়েছে। সেই 'অসন্তোষ' দূর করতেই পশ্চিম এশিয়া সফর শুরু করেছেন রুবিয়ো। মঙ্গলবার রাতে আবু ধাবি পৌঁছোনোর পর তা নিজেই স্পষ্ট করেছেন তিনি। মার্কিন বিদেশসচিবের কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল, চুক্তি নিয়ে অসন্তোষ দূর করার বিষয়ে তাঁর কোনও পরিকল্পনা রয়েছে কি না। উত্তরে তিনি বলেন, "অবশ্যই এ বিষয়ে আলোচনা হবে।" পাশাপাশি মউ-তে উল্লেখ নেই, এমন বেশ কিছু বিষয় নিয়েও আলোচনা হবে।হরমুজ প্রণালী দিয়েও যে জাহাজ অবাধে চলাচল করতে পারবে, তা নিয়েও বন্ধুদের আশ্বস্ত করেন রুবিয়ো। তিনি বলেন, "এটি একটি আন্তর্জাতিক জলপথ। কোনও দেশই আন্তর্জাতিক জলপথে টোল চাপাতে পারে না। এটাই আন্তর্জাতিক আইন। গোটা বিশ্বের আন্তর্জাতিক জলপথে এটাই নিয়ম। আমরা আশা করি, এখানেও তা-ই থাকবে।" নতুন সমঝোতার আওতায় ইরানের আটকে থাকা তহবিল মুক্ত করা হতে পারে, এমন কথাও শোনা যাচ্ছে। ওই তহবিল মুক্ত হলে ইরান তা সামরিক খাতে ব্যবহার করতে পারে বলে মনে করছে আমেরিকার বন্ধুরাষ্ট্রগুলি। যদিও আমেরিকার দাবি, ওই তহবিল শুধু আমেরিকার থেকে কৃষিপণ্য কেনার জন্যই ব্যবহার করতে পারবে ইরান। আবার পারমাণবিক কর্মকাণ্ডের উপর নজরদারি নিয়েও আমেরিকা এবং ইরানের ভিন্ন ভিন্ন বক্তব্য উঠে এসেছে। আমেরিকার দাবি, ইরানে ফের আন্তর্জাতিক পরিদর্শকদের পাঠানো হবে এবং তাতে রাজি হয়েছে ইরান। তবে তেহরানের দাবি, এমন কোনও কথাই হয়নি। চুক্তি ঘিরে এমন ধোঁয়াশাগুলির মাঝে মঙ্গলবার সংযুক্ত আরব আমিরশাহিতে পৌঁছোন রুবিয়ো।উপসাগরীয় দেশগুলির বিরুদ্ধে ইতিমধ্যে অসন্তোষ প্রকাশ করেছে ইরান। যুদ্ধ চলাকালীন আমেরিকাকে বিভিন্ন ভাবে রসদের জোগান দেওয়ার জন্য উপসাগরীয় দেশগুলিকেই দায়ী করেছে তেহরান। ইরান যুদ্ধের সময়ে অর্থনৈতিক ভাবেও যথেষ্ট ক্ষতির মুখে পড়েছিল আমেরিকার এই বন্ধুদেশগুলি।

দারিদ্র্যকে হার মানিয়ে উচ্চ মাধ্যমিকে রাজ্যের অষ্টম স্থান রাহুলের

খবরে প্রতিবাদ, ২৫ জুন ঃ অদম্য ইচ্ছাশক্তি, কঠোর পরিশ্রম এবং মেধার জোরে দারিদ্র্যকে হার মানিয়ে এবছরের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় রাজ্যের অষ্টম স্থান দখল করেছে কাঞ্চনমালা পাল কলোনির কৃতী ছাত্র রাহুল রুদ্র পাল। ৪৭৭ নম্বর পেয়ে তার এই সাফল্যে শুধু পরিবার নয়, গোটা এলাকায় নেমে এসেছে আনন্দের আবহ। রাহুলের বাবা দিলীপ রুদ্র পাল পেশায় একজন সাধারণ অটোচালক। মা অনিতা রুদ্র পাল গৃহিণী। পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারী দিলীপবাবু সারাদিন অটো চালিয়ে যে সামান্য আয় করেন, তা দিয়েই তিন সদস্যের সংসার চালাতে হয়। আর্থিক অনটন নিত্যসঙ্গী হলেও ছেলের পড়াশোনার ক্ষেত্রে কখনও কোনো খামতি রাখতে চাননি তিনি। ছোটবেলা থেকেই রাহুলের মধ্যে মেধার পরিচয় পেয়েছিলেন পরিবারের সদস্যরা। সেই প্রতিভার উজ্জ্বল প্রকাশ ঘটেছে এবারের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায়। কঠিন পরিস্থিতির মধ্যেও অধ্যবসায় ও পরিশ্রমের মাধ্যমে সে রাজ্যের সেরাদের তালিকায় নিজের স্থান করে নিয়েছে। রাহুলের সাফল্যে বাবা-মা অত্যন্ত আনন্দিত। তবে তাদের সামনে এখনও রয়েছে আর্থিক সংকটের বড় চ্যালেঞ্জ।

সীমিত আয়ের কারণে ছেলের উচ্চশিক্ষার খরচ চালানো দিলীপ রুদ্র পালের জন্য অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়েছে। তবুও তার একমাত্র স্বপ্ন, ছেলে রাহুলকে উচ্চশিক্ষিত করে সমাজে একজন প্রতিষ্ঠিত মানুষ হিসেবে গড়ে তোলা। রাহুলেরও স্বপ্ন ভবিষ্যতে একজন আদর্শ শিক্ষক হওয়ার। কিন্তু পরিবারের আর্থিক প্রতিকূলতা তার এই স্বপ্নের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে বলে আশঙ্কা করছে পরিবার। বৃহস্পতিবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে রাহুল নিজের সাফল্যের কথা তুলে ধরার পাশাপাশি পরিবারের আর্থিক সমস্যার কথাও জানায়। সে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে সহযোগিতার আবেদন জানিয়ে বলেছে, যদি সরকার তার পাশে দাঁড়ায়, তাহলে ভবিষ্যতে একজন শিক্ষক হওয়ার স্বপ্ন পূরণের পথে সে আরও এগিয়ে যেতে পারবে। বর্তমানে আগরতলার ডি.এল.এড কলেজে ভর্তির পরিকল্পনা রয়েছে তার। রাহুলের এই সাফল্যে এলাকাবাসীর মধ্যে ব্যাপক উচ্ছ্বাস দেখা দিয়েছে। স্থানীয় রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বরাও তাকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন এবং ভবিষ্যতে তার পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন। দারিদ্র্য ও প্রতিকূলতাকে পেছনে ফেলে রাহুলের এই সাফল্য এখন গোটা এলাকার জন্য অনুপ্রেরণার গল্প হয়ে উঠেছে।

গ্রাহকের টাকা আত্মস্যাৎ, গোলাঘাটি গ্রামীন ব্যাংক কর্মীর বিরুদ্ধে অভিযোগ

খবরে প্রতিবাদ, ২৫ জুন ঃ *গ্রাহকের টাকা তাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে জমা না দিয়ে আত্মসাৎ করার অভিযোগ উঠেছে গোলাঘাটি গ্রামীণ ব্যাংকের ব্যাংক মিত্র তথা সিএসসি পরিচালিত ভিলেজ কনসালট্যান্ট (ভিসি) সমরজিৎ সিনহার বিরুদ্ধে। সূত্রের খবর, প্রায় ছয় মাস আগে সাউথ গোলাঘাটির দুই গ্রাহক তাদের নিজ নিজ ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ২৫ হাজার টাকা করে জমা দেওয়ার জন্য সমরজিৎ সিনহার কাছে অর্থ প্রদান করেন। অভিযোগ, প্রথমে নেটওয়ার্ক সমস্যার অজুহাত দেখিয়ে এবং পরে বিভিন্ন ধরনের তালবাহানা করে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস পার হলেও তিনি ওই টাকা গ্রাহকদের অ্যাকাউন্টে জমা দেননি। পরবর্তীতে বাধ্য হয়ে ভুক্তভোগী গ্রাহকরা বিষয়টি গোলাঘাটি বাজার সমিতিকে জানান। বাজার সমিতির প্রতিনিধিরা গ্রাহকদের সঙ্গে নিয়ে গোলাঘাটি গ্রামীণ ব্যাংকের শাখা ব্যবস্থাপকের কাছে সমরজিৎ সিনহার বিরুদ্ধে একটি লিখিত অভিযোগ জমা দেন। এদিকে গোলাঘাটি এলাকায় আরও অভিযোগ রয়েছে যে, সমরজিৎ সিনহা বিভিন্ন সময় সরল-সোজা গ্রামবাসীদের কাছ থেকে মোটা অঙ্কের টাকা নিয়ে ইনকাম সার্টিফিকেট, পিআরটিসি (ঞ্জট্রঞ্জ)সহ বিভিন্ন ধরনের সনদপত্র প্রদান করে থাকেন, যেগুলো সম্পূর্ণ অবৈধ ও জাল বলে দাবি করা হচ্ছে। সমরজিৎ সিনহার বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র পাওয়ার পর ব্যাংক কর্তৃপক্ষ এবং সিএসসি কর্তৃপক্ষ কী ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করে, সেদিকেই এখন নজর রয়েছে স্থানীয়দের। অন্যদিকে, ভুক্তভোগী গ্রাহকরা তাদের কষ্টার্জিত অর্থ দ্রুত তাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে জমা দেওয়ার দাবি জানিয়েছেন সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে।*

সরকারি হাসপাতালে জন্ম নিলেই সোনার আংটি, তামিলনাড়ু সরকারের নয়া প্রকল্প

খবরে প্রতিবাদ, ২৫ জুন ঃ সরকারি হাসপাতালে জন্ম নেওয়া প্রতিটি শিশুকে দেওয়া হবে ১ গ্রামের একটি সোনার আংটি। তামিলনাড়ুতে নবজাতকদের জন্য এমনি এক অভিনব উপহার ঘোষণা করল রাজ্য সরকার। রাজ্যের ঐতিহ্যবাহী 'থাইমামান সির' বা মামার বাড়ির উপহার দেওয়ার রেওয়াজকে সম্মান জানিয়েই এই সিদ্ধান্ত। মুখ্যমন্ত্রী সি জোসেফ বিজয়ের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী চালু হচ্ছে 'থাইমামান থাঙ্গা মোথিরম থিত্তাম' বা সোনার আংটি প্রকল্প। আগামী ১৫ সেপ্টেম্বর, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সি এন আন্নাদুরাইয়ের জন্মবার্ষিকীতে আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হলেও, প্রকল্পটি ২২ জুন থেকে কার্যকর বলে গণ্য হবে। এই প্রকল্পের জন্য

বছরে ৭৫৫ কোটি ৮৩ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করেছে রাজ্য সরকার। তামিলনাড়ুর স্থায়ী বাসিন্দা এবং সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে সন্তান প্রসব করা সব পরিবারই এই সুবিধা পাবে। ছেলে-মেয়ে নির্বিশেষে এবং সন্তানসংখ্যার কোনও সীমাবদ্ধতা ছাড়াই সকল নবজাতক এই উপহারের আওতায় আসবে। সরকারি তথ্য অনুযায়ী, তামিলনাড়ুতে বছরে প্রায় ৭ দশমিক ৮ লাখ শিশুর জন্ম হয়, যার মধ্যে ৫৩ শতাংশের বেশি প্রসব হয় সরকারি হাসপাতালে। সরকারের আশা, এই উদ্যোগ মাতৃত্বকে সম্মান জানানোর পাশাপাশি সরকারি স্বাস্থ্যব্যবস্থার প্রতি মানুষের আস্থা আরও বাড়াবে।

প্রয়াত বিধায়ক ফয়জুর রহমানের স্মরণে ধর্মনগরে শোকসভা

খবরে প্রতিবাদ, ২৫ জুন ঃ ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)-এর উত্তর জেলা কমিটির উদ্যোগে প্রয়াত প্রাক্তন বিধায়ক ও মন্ত্রী ফয়জুর রহমানের স্মরণে ধর্মনগরের স্বামী বিবেকানন্দ সার্ধ শতবার্ষিকী ভবন-এ এক শোকসভার আয়োজন করা হয়। শোকসভায় উপস্থিত ছিলেন মানিক সরকার, সিপিআইএম উত্তর জেলা সম্পাদক অমিতাভ দত্ত, বিধায়ক ইসলাম উদ্দিন, বিধায়ক শৈলেন্দ্রনাথ, প্রয়াত ফয়জুর রহমানের পুত্র বদরুল ইসলাম-সহ দলের বিভিন্ন স্তরের নেতা-কর্মীরা। সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে মানিক সরকার প্রয়াত ফয়জুর রহমানের দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবন, সাংগঠনিক দক্ষতা এবং জনকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। তিনি বলেন, ফয়জুর রহমান ছিলেন সাধারণ মানুষের সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত এক জননেতা, যিনি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত মানুষের স্বার্থে কাজ করে গেছেন। তিনি আরও বলেন, ফয়জুর রহমানের রাজনৈতিক আদর্শ ও জনসেবামূলক কর্মকাণ্ড আগামী প্রজন্মের রাজনৈতিক কর্মীদের অনুপ্রেরণা জোগাবে। এদিনের শোকসভায় উত্তর জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বহু দলীয় কর্মী-সমর্থক উপস্থিত হয়ে প্রয়াত নেতার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। শোকসভার মাধ্যমে তাঁর কর্মময় জীবন, সংগ্রাম ও রাজনৈতিক অবদানকে স্মরণ করা হয়।

মহারানীপুর কাণ্ডে নতুন মোড়, বিডিওর অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু

খবরে প্রতিবাদ, ২৫ জুন ঃ *আর্থিক অনিয়মের অভিযোগের মধ্যেই তেলিয়ামুড়ার মহারানীপুর কাণ্ডে নতুন মোড় এসেছে। এবার সরকারি সিল ও স্বাক্ষর জাল করার অভিযোগে তেলিয়ামুড়া থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করলেন তেলিয়ামুড়া ব্লকের সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক (বিডিও) বিপ্লব আচার্য। অভিযোগ পত্রে উল্লেখ করা হয়েছে, ত্রিপুরা রুরাল লাইভলি হুড মিশন (ট্রেজ্রঞ্জ)-এর বুক কিপার এবং মহারানীপুরের বাসিন্দা ঝুমা চৌধুরীর বিরুদ্ধে তেলিয়ামুড়া ব্লকের বিডিওর সরকারি সিল ও স্বাক্ষর জাল করে ব্যবহারের অভিযোগ উঠেছে। বিষয়টি প্রশাসনের নজরে আসার পর আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, অভিযোগটি গ্রহণ করা হয়েছে এবং প্রাথমিক তদন্ত শুরু হয়েছে। অভিযোগের সত্যতা যাচাই করতে সংশ্লিষ্ট নথিপত্র পরীক্ষা করা হচ্ছে। তদন্তের অগ্রগতির ভিত্তিতে পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন তদন্তকারী আধিকারিকরা। উল্লেখ্য, অভিযুক্ত ঝুমা চৌধুরীর বিরুদ্ধে এর আগেও আর্থিক অনিয়ম সংক্রান্ত অভিযোগ উঠেছিল। তবে সেই অভিযোগগুলিও এখনও তদন্তাধীন এবং আদালতে প্রমাণিত নয়। এই বিষয়ে অভিযুক্ত ঝুমা চৌধুরীর কোনো প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। তাঁর বক্তব্য পাওয়া গেলে তা যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করা হবে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, শুধুমাত্র অভিযোগ দায়ের হওয়া মানেই অভিযোগ প্রমাণিত নয়। তদন্ত ও আদালতের চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের ভিত্তিতেই দোষী বা নির্দোষ নির্ধারিত হবে।*

৬ জন কর্মচারীর নিয়মিতকরন সুনিশ্চিত করলো সুপ্রিম কোর্ট

খবরে প্রতিবাদ, ২৫ জুন ঃ শিক্ষা দপ্তরের গ্রুপ ডি পদে বহু বছর ধরে অনিয়মিত (অস্থায়ী/চুক্তিভিত্তিক) কর্মী হিসেবে কাজ করা ৬ জন কর্মচারী অবশেষে নিয়মিত চাকরির সুযোগ পাওয়ার পথে এগোলেন। দীর্ঘদিন কাজ করার পরও তাঁদের চাকরি স্থায়ী না হওয়ায় তাঁরা আইনি লড়াই শুরু করেন এবং বিষয়টি সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত গড়ায়। সুপ্রিম কোর্ট মামলাটি বিবেচনা করে একটি রায় দেয়। সেই রায়ের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে ব্যবস্থা নিতে হয়। আদালতের নির্দেশ অনুসরণ করে শিক্ষা দপ্তরের ওই ৬ জন অনিয়মিত কর্মীকে নিয়মিতকরণের (Regularisation) জন্য অফার বা প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। এই আইনি লড়াইয়ে তাঁদের হয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন আইনজীবী পুরুষোত্তম রায় বর্মন। বুধবার তিনি বিষয়টি বিস্তারিত ভাবে জানান। এটি শুধু ওই ৬ জনের জন্য নয়, একই ধরনের সমস্যায় থাকা অন্য অনিয়মিত কর্মীদের কাছেও একটি গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ হতে পারে। তবে নিয়মিতকরণের চূড়ান্ত সুবিধা পেতে সাধারণত সরকারি যাচাই, নিয়োগের শর্ত, যোগ্যতা, পদ অনুমোদনসহ বিভিন্ন প্রশাসনিক বিষয় সম্পন্ন করতে হয়। তাই "অফার পাওয়া" মানে নিয়মিতকরণের প্রক্রিয়া শুরু হওয়া; চূড়ান্ত নিয়োগপত্র পাওয়ার জন্য পরবর্তী ধাপগুলো সম্পন্ন হতে পারে।

দুই দেবরের হাতে নির্যাতনের অভিযোগ, থানায় মামলা দায়ের

খবরে প্রতিবাদ, ২৫ জুন ঃ দুই দেবরের বিরুদ্ধে মারধর ও শ্লীলতাহানির অভিযোগ এনে থানায় মামলা দায়ের করেছেন এক গৃহবধূ। ঘটনাটি এনসিসি থানার অন্তর্গত ইন্দ্রনগর কবরখলা আইটিআই রোড এলাকার। অভিযোগ সূত্রে জানা গেছে, ওই এলাকার বাসিন্দা বিমল দাস এবং তার ভাই অমল দাস দীর্ঘদিন ধরে তাদের বৌদিকে উদ্দেশ্য করে অশালীন ভাষায় গালিগালাজ করতেন। এমনকি বিভিন্ন সময়ে তাকে কুপ্রস্তাবও দেওয়া হতো বলে অভিযোগ করেছেন নির্যাতিতা। জানা যায়, মঙ্গলবার রাত প্রায় ১১টা নাগাদ ওই গৃহবধূ তার স্বামীর সঙ্গে পারিবারিক বিষয় নিয়ে কথা বলছিলেন। সেই সময় অভিযুক্ত দুই দেবর, বিমল দাস ও অমল দাস, ঘর থেকে বেরিয়ে এসে তাকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করতে শুরু করেন। গৃহবধূ এর প্রতিবাদ করলে তারা ক্ষিপ্ত হয়ে তার ওপর চড়াও হন।অভিযোগ, দুই দেবর মিলে তাকে ঘরের ভেতরে নিয়ে গিয়ে বেধড়ক মারধর করেন। একপর্যায়ে তার পরনের পোশাক ছিঁড়ে ফেলা হয় এবং শরীরের স্পর্শকাতর স্থানে নখের আঁচড় দেওয়া হয় বলেও অভিযোগ রয়েছে।পরে কোনোভাবে তাদের হাত থেকে রক্ষা পেয়ে ওই গৃহবধূ তার ছোট মেয়ে ও জামাতার সহায়তায় হাসপাতালে চিকিৎসা নেন। এরপর তিনি পূর্ব আগরতলা মহিলা থানায় অভিযুক্ত বিমল দাস ও অমল দাসের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। ঘটনার পর নিরাপত্তার স্বার্থে তিনি সেকেরকোটে অবস্থিত তার মেয়ের বাড়িতে আশ্রয় নেন।বুধবার সকালে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে নির্যাতিতা গৃহবধূ এবং তার ছোট মেয়ে ঘটনার বিস্তারিত বর্ণনা দেন। তারা অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কঠোর ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান।এখন দেখার বিষয়, এই ঘটনায় পূর্ব আগরতলা মহিলা থানার পুলিশ কী ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করে এবং অভিযোগের তদন্তে কতটা সক্রিয় ভূমিকা পালন করে।

মধুপুর বাজারে জায়গা দখলমুক্ত করতে গিয়ে ব্যবসায়ীদের ক্ষোভের মুখে প্রশাসন

খবরে প্রতিবাদ, ২৫ জুন ঃ দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা অবৈধ দখলদারির বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নিতে গিয়ে চরম বাধার মুখে পড়ল বিশালগড় মহকুমা প্রশাসন। কমলাসাগর বিধানসভার মধুপুর বাজারে সরকারি জায়গা দখলমুক্ত করতে গিয়ে বুধবার এক রণক্ষেত্রের পরিস্থিতি তৈরি হয়। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে বিশাল পুলিশ বাহিনী। অভিযোগ, দীর্ঘদিন যাবত মধুপুর বাজারে প্রায় ১১৫টি দোকান সরকারি জায়গা অবৈধভাবে দখল করে ব্যবসা চালিয়ে আসছিল। এর ফলে বাজার সংকুচিত হয়ে পড়ে এবং এলাকায় যাতায়াতের ক্ষেত্রে তীব্র যানজট ও সাধারণ মানুষকে চরম সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছিল। এই নিয়ে তাদের আগেই হুঁশিয়ারি দেওয়া হলেও দোকান সরানো হয়নি। ফলে বুধবার মহকুমা প্রশাসনের পক্ষ থেকে দোকান উচ্ছেদ করতে গেলে ব্যবসায়ীরা পাল্টা বিক্ষোভ দেখায়। অবশেষে উভয় পক্ষের আলোচনার মধ্যে দিয়ে আগামী ৭ দিনের মধ্যে সমস্ত নির্মাণ সরিয়ে নেবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। এর পরেও যদি কেউ অবৈধ ভাবে দখল কৃত জায়গা ছাড়তে না চায় তবে বুল ডজার দিয়ে তা গুড়িয়ে দেওয়া হবে বলে স্পষ্ট হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে এদিন।

পরিচারিকাকে যৌন নির্যাতনের দায়ে গাড়ি চালকের ১০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড

***প্রথম পৃষ্ঠার পর** — এসেছে, ঘটনার পর অভিযুক্ত তাকে ভয়ভীতি প্রদর্শন করে এবং বিষয়টি কাউকে জানালে প্রাণনাশের হুমকি দেয়। এরপর গাড়িটি বাইরে থেকে লক করে রেখে সে ঘটনাস্থল ত্যাগ করে। পরে বাড়ির মালিকের ছেলে ওই যুবতীকে গাড়ির ভেতর থেকে উদ্ধার করলেও ঘটনার প্রকৃত বিবরণ তখন প্রকাশ্যে আসেনি। সামাজিক সংকোচ, ভয় এবং অভিযুক্তের হুমকির কারণে দীর্ঘ সময় ধরে নির্যাতিতা বিষয়টি গোপন রাখেন বলে তদন্তে জানা যায়। ঘটনার প্রায় সাত থেকে আট মাস পর যুবতীর শারীরিক পরিবর্তন পরিবারের সদস্যদের নজরে আসে। চিকিৎসকের পরামর্শে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করানো হলে জানা যায়, তিনি প্রায় আট মাসের অন্তঃসত্ত্বা। এরপর নির্যাতিতার ভাই কৈলাসহর মহিলা থানায় শংকর দাসের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগের ভিত্তিতে ২০২২ সালের ৮ নভেম্বর কৈলাসহর মহিলা থানায় ৪১/২২ নম্বর মামলা রুজু করা হয়। মামলার তদন্তভার গ্রহণ করেন মহিলা সাব-ইন্সপেক্টর মৌসুমী দেববর্মা এবং শিবানী দেববর্মা। তদন্তকারী কর্মকর্তারা দ্রুত সাক্ষ্য-প্রমাণ সংগ্রহ, চিকিৎসা সংক্রান্ত নথি পর্যালোচনা এবং বিভিন্ন তথ্য যাচাই করে আদালতে চার্জশিট জমা দেন। মামলা চলাকালীন সময়ে নির্যাতিতা একটি সন্তানের জন্ম দেন। পরবর্তীতে আদালতের নির্দেশে নবজাতক এবং অভিযুক্ত শংকর দাসের ফরেনসিক ব্লাড টেস্ট ও ডিএনএ প্রোফাইলিং করা হয়। ফরেনসিক পরীক্ষার রিপোর্টে নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয় যে নবজাতকের জৈবিক পিতা অভিযুক্ত শংকর দাস। মামলার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ও নির্ণায়ক প্রমাণ হিসেবে এই রিপোর্ট আদালতে উপস্থাপন করা হয়। মামলার শুনানিকালে মোট ১৭ জন সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়। সাক্ষীদের বয়ান, চিকিৎসা নথি, ফরেনসিক রিপোর্ট এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক তথ্য-প্রমাণ বিশ্লেষণ করে আদালত অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করে। বিচারক পি কুমার বুধবার অভিযুক্তের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে বলে রায় দেন এবং বৃহস্পতিবার শাস্তির পরিমাণ ঘোষণা করেন। আদালতের এই রায়ে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন নির্যাতিতার পরিবার, মামলার আইনজীবী এবং সংশ্লিষ্ট মহল। তাদের মতে, এই রায় নারীর প্রতি সহিংসতা ও যৌন অপরাধের বিরুদ্ধে একটি গুরুত্বপূর্ণ বার্তা বহন করবে। একই সঙ্গে তারা আশা প্রকাশ করেছেন, এমন কঠোর শাস্তি ভবিষ্যতে এ ধরনের অপরাধ প্রবণতা কমাতে সহায়ক হবে এবং বিচারব্যবস্থার প্রতি সাধারণ মানুষের আস্থা আরও সুদৃঢ় করবে।*

নিরাপত্তা কায়েম

***প্রথম পৃষ্ঠার পর** --- দাবি জানিয়েছে। সমীর দাস হত্যাকাণ্ড বর্তমানে ত্রিপুরার অন্যতম আলোচিত অপরাধমূলক ঘটনায় পরিণত হয়েছে। তদন্তের অগ্রগতি এবং আদালতের পরবর্তী প্রক্রিয়ার ওপর নজর রাখছে প্রশাসন ও স্থানীয় বাসিন্দারা। এদিকে অভিযুক্তদের কোর্টে প্রেরণ করতে গেলে বিক্ষুব্ধ এলাকাবাসী আদালত চত্বরেই শ্লোগান দিয়ে তাদের মৃত্যু দণ্ডের দাবী জানায়। পরে পুলিশ উত্তেজিত মহিলাদের ভ্যানে করে নিয়ে যায়। তার পরেই বৃহস্পতিবার আরও তিন জন কে এলাকায় অশান্তি কায়েম ও অগ্নি সংযোগ এর ঘটনায় গ্রেফতার করে পুলিশ। গোটা ঘটনার পরে কাঁঠালিয়া এলাকায় বর্তমানে থমথমে পরিস্থিতি।*

ট্যুরিস্ট ভিসা

প্রথম পৃষ্ঠার পর — উল্লেখ্য, ২০২৪ সালের জুলাইয়ের রাজনৈতিক অস্থিরতা ও গণঅভ্যুত্থান-পরবর্তী পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে ভারত বাংলাদেশি নাগরিকদের জন্য পর্যটক ভিসা প্রদান কার্যত স্থগিত করেছিল। সেই সময় সীমিত পরিসরে শুধুমাত্র চিকিৎসা, জরুরি ও বিশেষ ক্যাটাগরির ভিসা প্রদান করা হচ্ছিল। দীর্ঘ বিরতির পর পর্যটক ভিসা পুনরায় চালুর সিদ্ধান্তকে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে স্বাভাবিক কূটনৈতিক ও জনসম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠার একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে দেখা হচ্ছে। এর ফলে চিকিৎসা, শিক্ষা, ব্যবসা এবং পারিবারিক সফরের পাশাপাশি সাধারণ ভ্রমণের ক্ষেত্রেও বাংলাদেশি নাগরিকদের জন্য ভারত যাত্রা সহজ হবে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা। দুই দেশের মধ্যে সম্পর্ক আরও জোরদার করা এবং জনগণের মধ্যে যোগাযোগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে ভবিষ্যতে ভিসা পরিষেবা আরও সহজ ও বিস্তৃত করা হবে বলেও ইঙ্গিত দিয়েছেন ভারক্ষ্মেক্ষ্মক্ষ্মক্ষ্মক্ষ্মক্ষ্মক্ষ্মক্ষ্মক্ষ্ম ত্তত্তত্তত্তক্ষ্মতর নতুন হাইকমিশনার।

সত্ত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক - শ্রী অভিজিৎ দেবনাথ, মুদ্রণ প্রেস রামনগর রোড নং-৪, আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা থেকে মুদ্রিত এবং পূর্ব যোগেন্দ্রনগর, দত্তপাড়া, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম থেকে প্রকাশিত।
Printed by Sri. Abhijit Debnath, Owner and Publisher Sri. Abhijit Debnath, **Printed at :** Mudran Press Ramnagar Road No-4, Agartala, Tripura (West), Pin-799002,
Published at : East Jogendranagar, Agartala, Tripura (West), **Editor :** Sri Abhijit Debnath, Mob : 6009513751